ব.সা.প.গ্র.
সং ৮৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার।
সংখ্যা ১৮৮২
কলিকাতা

সংখ্যা ২৮

সচিত্র সমাজরহস্য

স্বপ্নদর্শন

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

২৪৭

কলিকাতা ১৫ নং মারহাট্টা ডিচ্ লেন
শ্রীনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

Printed by G. C. Ghose at the
ARYAN PRESS
54/2/1 Grey Street, Calcutta
1897.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সংখ্যা [illegible]

ভাই সপ্তমিভূষণ!

আমরা বাল্যকালে বৈকালে সকল বন্ধু মিলিত হইয়া, বাগানে বকুল ফুলের মালা গাঁথিতে যাইতাম। গাঁথিয়া, পরস্পর পরস্পরের গলায় পরাইয়া দিতাম। আপাততঃ দূর দেশে থাকিয়া ও বিভিন্ন জীবনে উপনীত হইয়া আমাদের সে সুখের দিন অবসান হইয়াছে; কিন্তু সংস্কারের বল আজিও যায় নাই। তাই, ভাই! আজি যে মালা গাছটী সযত্নে রচনা করিলাম, তাহা তোমার প্রিয়গলেই পরাইয়া দিলাম। দীনের দীন উপহার সাদরে ধারণ করিলে চরিতার্থ হইব—অন্য প্রার্থনা নাই।

একান্ত
তোমার সেই—বিনু

স্বপ্নদর্শন----সমাজরহস্য।

প্রথম স্তবক।

সময়, নিশীথ—স্থান, জাহ্নবী তীর।

গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহ্নিসন্তপ্তদেহাঃ
সুহৃদ ইব সমন্তাং দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
হুতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদ্।
বিপুলপুলিনদেশান্নিম্নগাং সংবিশন্তি ॥*

দারুণ গ্রীষ্ম!—একে দিবসের অক্ষান্তি পরিশ্রম, তাহার উপর আবার প্রিয়পতি দিনমণি অস্তোন্মুখী হইতেছেন দেখিয়া, প্রকৃতি সতী দারুণ বিরহ সন্তাপে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। অবসাদ শুদ্ধমাত্র দেহের উপরেই লক্ষিত হইতেছে না;—হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করতঃ, রক্তিম রাগে পরিণত হইয়া,

---

* হস্তী, গরু সিংহগণ দাবানলে তাপিত হইয়া, পরস্পর বন্ধুর ন্যায় একেবারে শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া; অগ্নি প্রতপ্ত বন হইতে বহির্গত হইতেছে এবং বিপুল পুলিনের আশ্রয় লইয়া নদী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

উহা মুখমণ্ডলেও সমাসক্ত হইয়াছে। সেই রক্তিমনরাগ প্রথমে নিখিল স্থাবর জঙ্গম—তৎপরে নদীবক্ষ—তৎপরে পাদপকুল—তৎপরে অচলশ্রেণী—তৎপরে গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত মেঘমালা—এককালে রক্তাক্ত করিয়া, অবসাদের পরিভাষা সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিতেছে!—গাভিগণ হাম্বা রব করিয়া গোষ্ঠ হইতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে!—পক্ষিগণ চিচিকুচি ধ্বনি করিয়া দিগ্দিগন্তর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া স্ব স্ব কুলায়ে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং ভীষণ কলরব করিয়া প্রাণের দুঃসহ যাতনা প্রকাশ করিতেছে!—নিদাঘ-সান্ধ্য, সমীরণ বৃক্ষপত্র বিধূনিত করিয়া, দিগ্ভ্রান্ত পান্থের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে! কালমাহাত্ম্যে সকলেই সন্তাপিত। কেহ বা নদীকূল আশ্রয় করিয়া, মলয় মারুতের সুমন্দ হিল্লোল উপভোগ করিতেছে;—কেহ বা সৌধশিখর আরোহণ করিয়া, এক দিকে প্রকৃতি দেবীর অবসাদ, অপর দিকে নিশা সতীর দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিতেছে। বিরহপাণ্ডু হিমাংশুমণ্ডল, যেন মানিনী যামিনীর দারুণ অভিমান অপনয়ন করিবার আশয়ে, প্রাচ্য যবনিকা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। কুমুদিনী নিশানাথের রঙ্গ দেখিয়া, বিকট হাস্য বিস্তার করিয়া, সদা ও সরসিবক্ষে বিকশিত হইতেছে। প্রিয়জনের সুখ সমাগম দেখিয়া, কুন্দ, কুটজ, কহ্লার প্রভৃতি নৈশ পুষ্পরাজি হর্ষোন্মত্ত হইয়া, দিগ্দিগন্তে আনন্দ বিস্তার করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির বৈচিত্র্য। এ দিকে গ্রীষ্মেরও দারুণ প্রভাব; জীবমাত্রেই শান্তির আশয়ে, সুষুপ্তির বাসনায়, নৈদাঘ শ্রান্তি দূর করিবার ঐকান্তিকী ইচ্ছায় শীতল স্থান সকলের আশ্রয় লইতেছে।

আমিও এই দুরন্ত গ্রীষ্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায় সন্ধ্যাকালে নদীতীরে গিয়া উপবেশন করিলাম। দক্ষিণানিলের সুমন্দ সঞ্চালনে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই বিগতক্লম হইলাম। নিশানাথ পূর্ব্বাশার দ্বার ত্যাগ করিয়া পাদগগণ অতিক্রম করিয়াছেন;—সুমন্দ বায়ু সঞ্চালনে সন্তাপ কিয়ৎ পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে,—নীড়নিহিত বিহগকুল বিগতশ্রম হইয়া, সুষুপ্তির অঙ্কশায়ী হইয়াছে,—প্রায় নিখিল জগৎ নিস্তব্ধ;—কেবল বায়স কুলের কণ্ঠধ্বনি এবং শৃগালের তর্জ্জন মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হইতেছে;—এমন সময়ে আমার তন্দ্রাকর্ষণ হইল। সুতরাং ঘট্টারোহি সোপান শ্রেণী আশ্রয় করিয়া, আমি সেই স্থানে শয়ন করিলাম। শয়ন মাত্রেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। এক দিকে গগনপটে সতারক নিশানাথের অপূর্ব্ব লীলা;—অন্য দিকে প্রকৃতির কামনীয় রাজ্যে শান্তি দেবীর অনুপম শাসন দেখিয়া, মনোমধ্যে কতই অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। তখন জীব জগতের অনিত্যতা, নিয়তির অবশ্যম্ভাবিতা, মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, ধর্ম্মজীবনের অবিনশ্বরতা, পাপের নির্যাতন, দেহীর পরিণাম প্রভৃতি কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ভাববিপর্য্যয়ে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইল। নিশানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলাম—"দেব দেব! রোহিণিপতে! তুমি চিরদিন একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছ! তোমার সিতাসিত পক্ষ অবলম্বন করিয়া, কত যুগ যুগান্তর তোমার পাদমূল বিধৌত করিয়াছে! কত ইন্দ্র চন্দ্র, কত বায়ু বরুণ, কত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দিক্‌পাল তোমার সুস্নিগ্ধ শান্ত করস্পর্শে অন্তরাত্মা সুশীতল করিয়াছে! তুমি কত শত শত ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছ!—কত শত শত পাপীর হৃদয় বেদনা দূর করিয়াছ!—কত শত শত

অনাথিনী অবলার অশ্রুরাশি মোচন করিয়াছ!—কত শত শত শোকাতুরা জননীর নেত্রনীর নিবারণ করিয়াছ!—তুমি যে কর সম্পাতে প্রহ্লাদ, বামন, বশিষ্ঠ, দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্রের দেহ সুশীতল করিয়াছ, সেই কররাশিতে ধ্রুব, শান্তনু, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুনেরও গাত্রস্পর্শ করিয়াছ;—আবার সেই সুশীতল করস্পর্শে বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছ!—আজিও আবার, সেই সুশীতল রশ্মিজাল বিকীরণ করিয়া, হতচেতন নব্য ভারতসন্তানগণকেও মোহিত করিতেছ! দেব! সৃষ্টির আদি হইতে আজি পর্য্যন্ত তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই! তুমি সর্ব্বজ্ঞ,—সর্ব্বান্তর্যামী,—সর্ব্বত্র বিহারী—এবং সর্ব্বভূতের সাক্ষ্যস্বরূপ! তোমার চক্ষের উপর দিয়া শত শত বিপ্লব, সহস্র সহস্র পরিবর্ত্তন এবং লক্ষ লক্ষ পাপ পুণ্য সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং আজিও অসীম বিকৃতিজালে প্রকৃতির দেহ অবান্তর বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে! কিন্তু তোমার বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে না! তুমি সৃষ্টির আদিতে যে অবস্থায় অবস্থিত ছিলে, আজিও সেই ভাবে অবস্থিত রহিয়াছ! দেব! নিয়তির অনন্ত স্রোতে অসংখ্য মানবজীবন জল বুদ্বুদের ন্যায় অহরহঃ ভাসিয়া যাইতেছে!—আর্য্য! বলিয়া দাও, ইহারা কোথায় যাইতেছে?—যুগে যুগে যে অবান্তর পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা কি?—মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিতেছে; কিছু দিন এ পৃথিবীতে লীলাখেলা করিতেছে; পরিশেষে, জলবিম্বের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে?—দেব! সৃষ্টির এ রহস্য ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না?—ভগবন্! এ রহস্যের পরিণাম কি?

দ্বিতীয় স্তবক।

সময় নিশীথ—স্থান জাহ্নবী-তীর্থ-সোপান।

গগননগর কল্পং সঙ্গমং বল্লভানাং,
জলদপটলতুল্যং যৌবনং বা ধনং বা।
স্বজনসুতশরীরাদীনি বিদ্যুচ্চলানি,
ক্ষণিকমিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসারবৃত্তম ॥ *

ভূতপঞ্চের অবিনশ্বরতা ও জীবের অনিত্যতা সম্বন্ধে এইরূপ কিয়ৎকাল চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে নিদ্রাদেবী অজ্ঞাতসারে আমার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিলেন। সেই সুস্নিগ্ধ সৈকত সোপানে সুমন্দ মরুত হিল্লোলে বিকলেন্দ্রিয় ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। কিয়ৎকাল নিদ্রা সুখ সম্ভোগ না করিতে করিতেই, বোধ হইল যেন, এক মহাপুরুষ অকস্মাৎ নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া আমার শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান হইলেন।

এই মহাপুরুষের দেহ নবোদিত অর্কমণ্ডলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট; অতি প্রাচীন জরার প্রভাবে, মস্তকের জটাভার ও গাত্রের লোম সকল ধূসরবর্ণ; কপালে ত্রিবলী; গণ্ডস্থল নিম্ন;

---

* অর্থাৎ বল্লভাদিগের সংসর্গ আকাশ নগর তুল্য; ধন এবং যৌবন জলদজালের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর; স্বজন, পুত্র এবং শরীরাদি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল; এই সমস্ত সংসার কার্য্যই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া জানিবে।

শিরা ও পাঞ্জরের অস্থি সকল বহির্গত এবং শ্বেতবর্ণ লোমে কর্ণবিবর আচ্ছাদিত; পরিধান গৈরিক বসন; গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা লম্বভাবে বিরাজমান; পীন বাহুদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ বাহুতে অক্ষমালা; আকর্ণ বিশ্রান্ত লোচনদ্বয় যেন মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন; দেখিলে বোধ হয় যেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিবামাত্র বোধ হয়, তাঁহার শরীরে দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, বৈর, মাৎসর্য্য, প্রভৃতির লেশ মাত্রও নাই। তিনি দয়ার সাগর—ক্ষমার আধার —শান্তির প্রবাহ—বাৎসল্যের পয়োধি—সৎপথের পথ-প্রদর্শক— এবং সৎস্বভাবের আশ্রয় তরু। তিনি এরূপ তেজস্বী যে, তাঁহার শরীর-প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত।

এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তখন আমি সুষুপ্তি ত্যাগ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, ভক্তিযোগ সহকারে বিনীতবচনে নিবেদন করিলাম—"মহাভাগ! আদেশ বিধান করিয়া মৎসদৃশ ক্ষুদ্রজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। ভবাদৃশ মহাত্মগণ মদ্বিধ ক্ষুদ্র জনের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন, ইহা আমার দুরাশা। তবে আপনি আমার প্রতি যাদৃশী অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে যে আপনি স্বয়ং আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আমার এই বিনয়গর্ভ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া সেই অসীম তেজঃপুঞ্জশালী মহাপুরুষ এক বিশাল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বৎস! আত্মসংগোপন মহাপাপ। সুতরাং

আমি তোমার নিকট আমার পরিচয় গোপন করিতে অভিলাষী নহি। তবে আপাততঃ কোন নিগূঢ় কারণ বশতঃ আমি তোমার নিকট মৎ পরিচয় প্রদান করিব না। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, আমি এই মহানগরীর উপকণ্ঠস্থ একখানি গণ্ডগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী। আমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের যশঃ সৌরভে একদিন দিগন্ত আমোদিত হইয়াছিল। বৎসগণের সাধুতা, ন্যায়পরতা, বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা প্রভাবে একদিন আমি সকলের নিকটেই বিশেষ প্রীতিভাজন ও সমাদৃত হইয়াছি। কালমাহাত্ম্যে আমার সে পূর্ব্ব গৌরব অপহৃত হইয়াছে। তুমিও আমার সেই সন্তানগণের বিশেষ আত্মীয়। তোমার নিদ্রাকর্ষণের পূর্ব্বে, তুমি যে ভাবলহরীতে সংক্ষুব্ধ হইতেছিলে, তাহা আমারই সংশ্লিষ্ট। সেই জন্যই এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

তৃতীয় স্তবক।

শরণমশরণং বা বান্ধবো বন্ধমূলং,
শরণমপি তদারাদ্ দারমাপদ্ গ্রহাণাম্।
বিকলিতমতি পুত্রাঃ শত্রবঃ সর্ব্বমেতৎ,
ত্যজত ভজত ধর্ম্মং নির্ম্মলং কর্ম্মপাশান্॥ *

"বৎস! স্থির জানিও ইহসংসার অনিত্য। এই অনিত্য সংসাররূপ সরিৎ নিয়তিরূপ মহাসাগরের অভিমুখে অনুক্ষণ প্রধাবিত হইতেছে। মনুষ্য উক্ত সরিতের নৌকাস্বরূপ। নাবিক বিরহে নৌকা যেমন কোন প্রকারেই স্থির থাকে না, নিশ্চয়ই বিপথে গমন করে; সেই রূপ এই মনুষ্যরূপ নৌকাতেও এক এক জন নাবিক বা কর্ণধার একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মই এই সংসার-সরিতের উপযুক্ত নাবিক। মনুষ্য ধর্ম্মরূপ নাবিকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, কখনই এই সংসার-সরিৎ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু বৎস! দুঃখের কথা, আমার আধুনিক সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ দুরাচার ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। আজি কালি

---

* অর্থাৎ আশ্রিত বা অনাশ্রিত বান্ধবগণ সংসার বন্ধনের মূল এবং আশ্রয়ও আপদ্-গ্রহগণের (আরাৎ) সমীপ দ্বার স্বরূপ, এবং বিকলমতি পুত্রও শত্রু সদৃশ; সুতরাং এই সমস্ত কর্ম্মপাশ ত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল ধর্ম্ম ভজনা কর।

তাহারা ধর্ম্মের আনুগত্য এককালে ত্যাগ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ধর্ম্মনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লৌকিক আচার ব্যবহারও ঈদৃশ জঘন্য অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছে যে, আধুনিক সন্তানগণ আমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেও ঘৃণা জন্মে। যাহা হউক, আমি এস্থলে উহাদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার স্থূল স্থূল বিবরণ বর্ণন করিতেছি এবং যদি ভবিষ্যতে অবকাশ বা সুযোগ পাই, তাহা হইলে কি উপায়ে উহাদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা অপনীত হইবে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিব।

বৎস! সকলেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন আর্য্য-ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত অপর কোনও বর্ণ বা জাতি ছিল না। কালক্রমে, এই বর্ণ চতুষ্টয় নীচ ও উচ্চ পর্য্যায়ের সংশ্রবে নানাবিধ বর্ণ বা জাতির আকার ধারণ করিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে তিলী, তাম্বুলী, তন্তুবায়, কর্ম্মকার কুম্ভকার, মালাকর, কংসবণিক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক সদ্গোপ, প্রভৃতি প্রধান। প্রকারান্তরে, ইহারাই 'নবসায়ক' নামে অভিহিত এবং ইহাদিগেয় জল দেবকার্য্যে ব্যবহৃত ও ব্রাহ্মণদিগের আচরণীয়। আমার সন্ততিগণ এই জাতি নিচয়ের অন্যতম। কোনও পৌরাণিক গ্রন্থে এই জাতির বিবরণ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দুই এক খানি আধুনিক গ্রন্থে ইহাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় এই জাতি বাস করিয়া থাকে। বৎস! বলিতে কি, আমি উহাদিগেরই আদিপুরুষ। এই জাতি বা আমার

সন্তানগণ, আচার ও ব্যবহারানুসারে কয়েক শ্রেণী বা সমাজে বিভক্ত হইয়াছে। সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের অন্ন ভক্ষণ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং উহাদিগের মধ্যে পুত্র কন্যার আদান প্রদান প্রথাও প্রচলিত নাই। ঘটনাক্রমে, যদি কেহ কখনও কাহারও সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে উভয়কেই কথঞ্চিৎ নতশির হইয়া থাকিতে হয় অর্থাৎ তাহার অন্ন স্ব স্ব সমাজস্থ লোক সাধারণে সহসা ভক্ষণ করে না। কিন্তু সেই ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া, সকলের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শ হয় না। উদার ইংরাজ রাজের রাজত্বে বহির্ব্বাণিজ্য প্রকৃষ্টরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই সূত্রে অন্তর্ব্বাণিজ্যও সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার সন্ততিগণ এই অন্তর্ব্বাণিজ্যেই বিলক্ষণ পটু এবং এই সূত্রে বৈদেশিক জাতির সহিত সর্ব্বদাই বিশেষরূপে লিপ্ত। ইহার জন্য উহারা অনেকেই বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী ও সম্ভ্রমসম্পন্নও হইয়াছে। এমন কি, উহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি, জমিদারী, কোম্পানির কাগজ ও বাটী ভাড়া প্রভৃতিতে নিরূপিত আয় করিয়াও লইয়াছেন! আমার এই ধনশালী তনয়গণের মধ্যে, কেহ কেহ দেবসেবা, অতিথিসেবা, দাতব্য চিকিৎসালয়, দান, ব্রাহ্মণ ভোজন, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্য ও সদনুষ্ঠান সকল সাধন করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের মধ্যে, আমরাই সমধিক উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছি, এই মিথ্যাগর্ব্বে বিস্ফারিত হইয়া, সময়ে সময়ে আপনাদিগকেও মহাগৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়া থাকে। কলিকাতা মহানগরীর

নিকটবর্ত্তী কোন এক গণ্ডগ্রামে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে এক শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তি বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। বৎস! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার এই আধুনিক সন্তানগণের কয়েকটী গৃহস্থের ব্যবহারেই আমি নিতান্ত উদ্বেজিত ও উৎপীড়িত হইয়াছি। পূর্ব্বতন সন্তানগণের সৌভাগ্য ও বর্ত্তমান তনয়গণের দুর্দ্দশা তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, বর্ত্তমান সন্তানগণ ধন সম্পত্তিতে পূর্ব্বতন সন্তানগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সন্তানগণের সামাজিক শৃঙ্খলা ক্রমে ক্রমে নিতান্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে। যে সাধুতা, সরলতা, ও আর্জ্জবতাগুণে এক দিন পূর্ব্বতন সন্তানগণ সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, আজি কালি সেই স্বর্গীয় গুণরাশি বর্ত্তমান কুমারগণের হৃদয় হইতে এককালে অপসারিত হইয়া আসিয়াছে;—যে অর্থ একদিন পূর্ব্বতন সন্তানগণের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের হেতুভূত ছিল, তাহাই এক্ষণে আধুনিক সন্তানগণের আমোদ ও ব্যসনের উপায় স্বরূপ হইয়াছে!—যে অবলাকুল একদিন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গরূপে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব পতিদেবতার ঐহিক পরমার্থিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রধান সাধন স্বরূপ ছিলেন, যাঁহারা সুরভিত পুষ্পোদ্যানের ন্যায় দূর হইতে গন্ধ বিস্তার করিয়া আপামর সাধারণের চিত্ত বিনোদন করিতেন, কিন্তু পর-কর-স্পর্শ-মাত্রেই লজ্জাবতী লতার ন্যায় কুঞ্চিতা, কুণ্ঠিতা ও ছিন্নশিরা হইয়া ভূতলশায়িনী হইতেন—সংসার যাঁহাদিগের ধর্ম্মারণ্য ও পতি-দেবতা যাঁহাদিগের একমাত্র বরণীয় আরাধ্য ইষ্টদেবতা ছিল;—যাঁহারা আপৎকালে স্বার্থ-কালে সুযোগ্য মন্ত্রী;—কার্য্য সম্পাদনে দাসী;—ধর্ম্মকার্য্যসাধনে

ভার্য্যা;—ক্ষমাগুণে ধরিত্রী;—স্নেহে জননী;—শয়নে বেশ্যা—এবং রঙ্গরসে সখীর ন্যায় ছিলেন, আজি সেই অঙ্গনাগণ সমাজের কলুষিত কণ্টককানন,—পতিগণ তাঁহাদিগের দাসবৎ অনুবর্ত্তনকারী—এবং সংসার সেই সেই স্ত্রীগণের আমোদ ও কৌতুকের রঙ্গভূমি স্বরূপ হইয়াছে। ফলতঃ বলিতে কি, এই স্ত্রীগণই সমাজ উৎসন্ন করিবার মূল কারণ। যদি উহারা পূর্ব্বতন প্রথাবলম্বিনী হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত,—শ্বশ্রূজননীর পদবী অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিত,—নশ্বর বিলাস বিভ্রমে প্রাণমন মাতাইয়া স্বামীর অবমাননা স্থল অথবা ভোগ সুখাভিলাষিণী বেশ্যাগণের আচার পদবী প্রাপ্ত না হইত,—তাহা হইলে কখনই আমার সন্তানগণ এরূপ জঘন্য ভাবাপন্ন হইয়া, দুর্গতির অন্তস্তল দর্শন করিত না। বৎস! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের অবস্থা স্মরণ করিয়া শতবার ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারি না। বৎস! তখন প্রতিগৃহ এক একটী ধর্ম্মশালা স্বরূপ ছিল। মুনি কুটীরের যে অপার্থিব পবিত্রতার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়া থাকে, আমার তদানীন্তন সন্তানগণের বাস ভবনে তাহাই তখন সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিত। উহারা বিলাসিতা কাহাকে বলে জানিত না। প্রত্যেক গৃহের গৃহিণীগণ মুনিপত্নী বা লক্ষ্মী স্বরূপিণী ছিলেন। স্বামীর অনুচর্য্যা; সংসারের পবিত্রতা রক্ষা; শিশু সন্তানগণের ভরণ পোষণ ও উহাদিগের জীবন পুণ্যময় করিবার জন্যই, যেন তাঁহারা এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৎস! দৈবায়ত্ত বিষয় মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্য কালের করাল কুটিলগতি লক্ষ্য করিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছি। নতুবা এক এক বার ইচ্ছা হয়, যেমন ভীষণ ধরিত্রীকম্পন স্তর

বিপর্য্যয় সংঘটন করাইয়া, উচ্চ স্তরকে নিম্নতলবর্ত্তী করিয়া দেয়, তেমনই এই নরাধমগণকে—এই দুর্নিবার পাপ পিশাচপিশাচীদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া, পূর্ব্বতন সন্তানগণকে সমানয়ন করি। বস্তুতঃ বৎস! উহারা আজি কালি নিম্নবর্ত্তী মহাবাক্যেরই সার্থকত্ব সম্পাদন করিতেছে—

শ্রুতঃ সত্যং তপঃ শীলং বিজ্ঞানং তত্ত্বমুত্তমং
ইন্ধনীকুরুতে মূঢ়ঃ প্রবিশ্য বনিতানলে।
ইতিবৃত্তং বলস্যান্তং স্বকুলস্যাপি লাঞ্ছনম্,
মরণন্তু সমীপস্থং কামীলোকো ন পশ্যতি॥

অর্থাৎ—মদনমূঢ় ব্যক্তিগণ বনিতানলে প্রবেশ করিয়া, বেদাভ্যাস, সত্য, তপস্যা, শীল, বিজ্ঞান, উত্তম তত্ত্ব, এ সমস্তই ঐ অনলের কাষ্ঠীভূত করিয়া থাকে। কামুক ব্যক্তিগণ ইতিবৃত্ত, বলসীমা, স্বকুলের লাঞ্ছনা এবং নিকট মরণ, এই সমস্তের কিছুই দেখিতে পায় না।

বলিতে বলিতেই, মহাপুরুষের হৃদয় উদ্ভ্রান্ত হইল; সর্ব্বাবয়ব স্থির হইয়া আসিল। মূর্চ্ছিতের ন্যায় যেমন তিনি সোপানতলে পতিত হইবেন, অমনই আমি হস্ত প্রসারণ করিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং ধীরে ধীরে সোপানতলে শয়ন করাইলাম।

চতুর্থ স্তবক।

সর্ব্বদৈব রুজাক্রান্তং সর্ব্বদৈব শুচোগৃহম্
সর্ব্বদা পতনপ্রায়ং দেহিনাং দেহপিঞ্জরং।
তৈরেব ফলমেতস্য গৃহীতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ
বিরজ্য জন্মনঃ স্বার্থে যৈঃ শরীরং কদর্থিতম্॥*

এইরূপে কয়েক মূহুর্ত্ত অতিবাহিত না হইতে হইতেই, মহাপুরুষের চৈতন্য সম্পাদিত হইল। কিন্তু তখনও তাঁহার ললাট প্রান্ত দিয়া বিন্দু বিন্দু স্বেদজল বিনির্গত হইতেছিল; ইহা দেখিয়া আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম—"তাতঃ! এখনও আপনার ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় নাই। সুতরাং আপনি এই স্থানে আরও কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, কথঞ্চিৎ সুস্থ হউন। আমি আপনার নিকট যতদূর শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতেই আপনার সন্তানগণের অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। অধিক বর্ণন করিয়া, আর আপনার অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।"

আমার মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা বহির্গত না হইতে হইতেই, মহাপুরুষ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"না, বৎস!

---

* অর্থাৎ—দেহিগণের দেহপিঞ্জর সর্ব্বদাই রোগে আক্রান্ত, শোকের গৃহ এবং সর্ব্বদাই পতন প্রায়। স্বার্থের জন্য যে শরীর নষ্ট করা যায়, জন্মের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুণ্য কার্য্য করিলে, তদ্দ্বারা এই শরীরের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইতেছে না। বরং আমার হৃদয় নিহিত বিষরাশি উদ্গীরিত হইয়া, আমার হৃদয়ভার বহুল পরিমাণে লঘু হইয়া আসিয়াছে। বৎস! আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের যেরূপ অসীম উপকার সাধন করে, এরূপ আর কিছুতেই দেখিতে যায় না। আমারও তাহাই হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার আর কোন বিশেষ অসুখ বোধ হইতেছে না। সুতরাং বৎস! আমি পুনরায় বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।”

“——শুদ্ধ আমার সন্তানগণের দোষেই যে সমাজ এতাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, তাহা নহে। পাপীয়সী স্ত্রীগণও আমাকে বিবিধমতে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। উহারা মায়াময়ী প্রেম-বাগুরা বিস্তার করিয়া, আমার সন্তানগণকে এরূপ বিমোহিত ও হতচেতন করিয়া দিয়াছে যে, তাহাদিগের পিতৃপৈতামহিক সদ্গুণরাশি, বিলুপ্ত না হইলেও, উহাদিগের কুহকে এককালে কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ আজি কালি এই রাক্ষসিগণই সর্ব্ববিষয়ে একপ্রকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে। আমার সন্তানগণ কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, এক দিকে পাপিনিগণের কুহক, অপরদিকে উহাদিগের অনিবার্য্য উচ্ছৃঙ্খলতা, বৎসগণকে এককালে স্তম্ভিত ও বিমোহিত করিয়া দেয়। বলিতে কি, পরনিন্দা, পরপীড়ন, পরহিংসা, পরদ্বেষ এবং পরাপকার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই এই পাপিয়সী বামাকুলের জীবনের সারব্রত। অন্যের সুখ উহাদিগের চক্ষের শূল। যদি প্রতিবেশিনিগণের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব দেখিতে পায়, তাহা হইলে অমনই উহাদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। যত দিন তাহাদিগের

পরস্পরের বিচ্ছেদ বা মনান্তর না ঘটাইতে পারে, তত দিন তাহারা কিছুতেই শান্তি লাভ করে না। তাহারা মনে করে, আমরা এই সমস্ত কার্য্য করিবার জন্যই, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি।

আবার, উহাদিগের এরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে, তাহা শুনিলে গাত্র লোমাঞ্চ হইয়া উঠে। একদা কোন স্ত্রীলোক কোনও প্রতিবেশীর বাটীতে গিয়া কথায় কথায় বিবাদ আরম্ভ করে। সেই প্রতিবেশীর গৃহে এক পূর্ণগর্ব্ভা রমণী ছিল। বিবাদোন্মত্ত হইয়া, সেই পাপীয়সী প্রাগুক্তা গর্ব্ভিণী রমণীর গর্ব্ভোপরি পদাঘাত করিতে আরম্ভ করে। দারুণ আঘাতে গর্ব্ভিণীর গর্ভবেদনা উপস্থিত হয় এবং গৃহস্বামী, প্রাণপণ করিয়া সেই বেদনা নিবারণের চেষ্টা করে। কিন্তু বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও, সেই বেদনা কোন রূপে প্রশমিত হয় নাই। সুতরাং তখন সেই পরিবার অনন্যোপায় হইয়া, অগত্যা দাতব্য চিকিৎসালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া, বহুবিধ উপায় অবলম্বন করতঃ পরিশেষে সে যাত্রা সেই ভীষণ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়।

আবার, কোন এক হতভাগিনীর সহিত এক আত্মীয়া প্রতিবেশিনীর মনান্তর ছিল। দুর্ব্বৃত্তা, সেই সূত্রে আপন গৃহে অগ্নি প্রদান করে এবং উক্ত আত্মীয়ার নামে দোষারোপ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে, বিচারপতি মহাশয় উক্ত ঘটনা মিথ্যা বিবেচনা করিয়া, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দেন। বস্তুতঃ পিশাচীগণের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। ইহারা সদ্বংশজাত, সদ্গুণান্বিত, সৎস্বভাবসম্পন্ন নির্দ্দোষ ব্যক্তি-

গণের বিমল চরিত্রে অবলীলাক্রমে দোষারোপ করিতেও ভীতা ও কুণ্ঠিতা হয় না। যাহা শ্রবণেও পাপ স্পর্শ হয়, বিবাদ সূত্রে এরূপ অশ্রাব্য বাক্যও সেই নারকিণিগণের মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। ইহারা মনে করিয়া থাকে যে, কস্মিন্‌কালেও মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে না—উহারা অমরত্ব লাভ করিয়াই ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী চিরপবিত্রতাময় ও সর্ব্বজনের আদরণীয়। এই ভাবিয়াই, বোধ হয়, তাহারা স্বাধীনভাবে ষণ্ডের ন্যায় সমাজ মধ্যে অক্লেশে নৃত্য করিয়া বিচরণ করে। কিন্তু হায়! তাহারা কি দুরন্ত ভ্রম জালে নিপতিত! তাহারা মূহুর্ত্তের জন্যও বিবেচনা করে না যে, জীব জন্মগ্রহণ করিলেই, কাল ছায়ারূপে অনুক্ষণ তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। কালপূর্ণ হইলেই, পরিশেষে তাহাকে এই মায়াময় সংসার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইয়া যায়। তখন ত্রিশূলপতি ভূতভাবন ভগবান্ আসিয়াও, উাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না। বৎস! জানি না, এই নররাক্ষসিগণ এবম্বিধ গুরু অত্যাচার করিয়া—সমাজমধ্যে এইরূপ দুরন্ত পাপভারে পীড়িত হইয়া,—কি বলিয়া ধর্ম্মের সম্মুখীন হইবে? জগদীশ! এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে পাপিগণের জন্য তুমি বহুতর দণ্ডের সৃজন করিয়াছ! কিন্তু দেব! বোধ হয়, সেই সকল দণ্ডে এই নারকিণিগণের কিছুই হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমার অভিনব দণ্ডের আবিষ্কার করিতে হইবে। নতুবা, যে রসনা নিরপরাধ ব্যক্তিগণের কুৎসা বাক্য উদ্গীরণ করিয়া থাকে, সেই রসনা শত শত খণ্ডে বিভাজিত হয় না কেন?—যে হস্ত পদাদি নিরীহ ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে, সেই হস্ত পদাদি দুর্জ্জয়

কুষ্ঠ ব্যাধির ঘোর আক্রমণে স্খলিত হয় না কেন?—অথবা পরের সুখ যাহাদিগের চক্ষুঃ শূল, তাহাদিগের চক্ষুঃ শকুনি গৃধিনীর উদরসাৎ হয় না কেন?—কয়েকটী পাপীয়সীর দণ্ডবিধানে যদি জগদীশ! তোমাকে এতই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল, তবে তাহাদিগের সৃষ্টির কারণ কি?

আবার, এই দুর্দ্ধর্ষ পিশাচিগণের ক্ষমতা এতদূর প্রবল যে, যদি ঘটনাক্রমে কোন সালিসী, মধ্যস্থ, বিসম্বাদ, আদালতাশ্রিত কোনও মোকদ্দমার ঘরোয়া নিষ্পত্তি, অথবা অন্য যে কোনও সাংসারিক ঘটনা সংঘটিত হউক না কেন, এই পাপীয়সিগণই তাহা সমাধা করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে আমার সন্তানগণকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেও দেয় না। এদিকে, আমার সেই সেই গৃহের আধুনিক সন্তানগণও এরূপ নিস্তেজ, হীনবীর্য্য ও স্ত্রৈণভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, উহারা এইরূপ গুরুতর বৈষয়িক ব্যাপার সমস্তেও সেই সেই পিশাচিগণের আদেশ ব্যতীত কোনও কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। আবার শুদ্ধ ইহাও নহে, এক দিন জনক, জননী, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহ বন্ধন, অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিবে, তথাপি স্ত্রীর মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনীর ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখ সন্দর্শন করিতে পারিবে না। স্ত্রী পক্ষীয় পরিজনগণ যাহা বলিবেন, ভাল হউক, মন্দ হউক, অবিচারিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। গৃহ বিচ্ছেদ, বন্ধু বিচ্ছেদ. আত্মবিচ্ছেদ প্রভৃতি যে কোনও গুরুতর বিপৎপাত সঙ্ঘটিত হউক না কেন, প্রাণতোষিণীর আদেশ হইলে, অভীষ্টদাতা ইষ্টদেবের বাক্যের ন্যায় তাহাই করণীয় হইবে। চারুহাসিনী সহধর্ম্মিণী আজি আদেশ করিলেন

যে, যদি তোমার কনিষ্ঠের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তাহার বাসভবনের উপর এক পুষ্করিণী খনন করিয়া দাও এবং যদি আমি সেই পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতে পাই, তাহা হইলে আমার গাত্র দাহ, শিরঃপীড়া ও মৃতবৎসাদি রোগের শান্তি হয়। এরূপ স্থলে দুরাচার সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইবে। জননী-জঠর হইতে পতিত হইয়া যে নৈসর্গিক স্নেহবন্ধন, সর্ব্ববিধ আপদ, সর্ব্ববিধ অন্তরায় অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বত শিখর হইতে পতিত, সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত, অথবা অশনি সম্পাত বক্ষে ধারণ করিতে কুণ্ঠিত বা শঙ্কিত করে নাই, পিশাচিগণের ঘোর কুহকজালে পতিত হইয়া, সেই বিমল স্নেহবন্ধনও অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন তনয়-প্রতিম কনিষ্ঠ সহোদরের সর্ব্বস্বান্ত দূর হউক, তাহার রক্তে তর্পণ করিয়াও বোধ হয়, মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে না। দেব দেব! জগৎপতে! আর সহ্য হয় না; এ পিশাচিগণের দুর্লক্ষ্য রাহুগ্রাস আর কত দিনে অন্তরিত হইবে? অশান্তির দারুণ জ্বালা এমন করিয়া আর কত দিন আমার এই হতপ্রাণ বিদগ্ধ করিবে? রে পাপিনি চণ্ডচণ্ডালিনি-গণ! তোদের মনস্তুষ্টির আর কি অবশেষ আছে? আমার সুখময় সুরসমাজ ত শ্মশানে পরিণত করিয়াছিস্! তোদের মায়া-জালে বদ্ধ হইয়া, আমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের দেবভাব ত পশুপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছে! এখনও কি তোদের মনস্তুষ্টি সাধিত হয় নাই? রে হতভাগিনি সমাজপাংশুলাগণ! যদি আজি সুবিচারক ন্যায়দর্শী-ইংরাজ-রাজের রাজ্য না হইত—যদি আজি পরমুণ্ড কর্ত্তনাপরাধে নিজ মুণ্ড প্রদানের আদেশ বিধিবদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে রে নরঘাতিনি পাপিনিগণ! বল্

দেখি, তোদের ন্যায় রাক্ষসী প্রাণ-তোষিণী গৃহলক্ষ্মীগণের আদেশে আমার দুর্ব্বৃত্ত তনয়গণ পরমুণ্ডচ্ছেদনে কি কদাপি কুণ্ঠিত হইত?

ভাল, বল্ দেখি, পাপিনিকুল! শাস্ত্রকারগণ তোদের যে পরিস্ফুট চরিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কি একটী বর্ণও নিরর্থক প্রযুক্ত হইয়াছে? চণ্ড-চণ্ডালিনিগণ! বলিতাম না, তোরা কয়েকটী ঘরে আমার অমরত্রাস সন্তানগণকে যেরূপে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছিস্, তাহাতে কি তোদিগকে বলিতে পারি না।

অলক্তকো যথা রক্তো নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা
অবলাভির্বলাদ্রক্তঃ পাদমূলে নিপদ্যতে ॥

অর্থাৎ—অবলাগণ যেমন অতীব বল সহকারে অলক্তক রস নিষ্পীড়ন করিয়া পাদমূল রঞ্জিত করিয়া থাকে, তেমনই উহারা পুরুষগণকেও নিষ্পীড়ন করিয়া পাদমূলে পরিধান করে। ফলতঃ যাহাই হউক, আবার আমার পশু প্রকৃতি সন্তানগণকেও সম্বোধন করিয়া বলিতেছি—তাহারাও এমনই ভ্রমান্ধ যে একবারের জন্য বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে,—

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠৌঘৈর্নাপগাভির্মহোদধি
নান্তকঃ সর্ব্বভূতৈশ্চ ন পুংভির্বামলোচনা ॥
যো মোহান্মন্যতে মূঢ়ো রক্তেয়ং ময়ি কামিনী
স ভবেৎ বশগস্তস্যা নৃত্যক্রীড়াশকুন্তবৎ।
তাসাং বাক্যাদি স্বল্পানি তথ্যানি সুগুরুণ্যপি
করোতি যঃ কৃতালোকে লঘুত্বং তস্য নিশ্চিতম্ ॥

অর্থাৎ—অগ্নি যেমন কাষ্ঠ রাশি দ্বারা, সমুদ্র যেমন নদী সমূহ

দ্বারা এবং কালান্তক যম যেমন জীবসঙ্ঘাত দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ কামিনিগণ পুরুষগণ দ্বারা কদাচ পরিতৃপ্ত হয় না। যে মূঢ় ব্যক্তি মোহবশে বিবেচনা করে যে, এই রমণী আমার প্রতি অনুরক্ত, সে নৃত্যক্রীড়াকারি ময়ূরাদির ন্যায় তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। যে কৃতী ব্যক্তি উঁহাদের স্বরূপ বাক্যানুসারে কার্য্য করে, সে লোক মধ্যে নিশ্চয়ই লঘুতা প্রাপ্ত হয়।

যাহাহউক, বৎস! পাপিয়সিগণ আমার প্রাণাধার সন্তানগণকে এতদূর দুর্বৃত্ত করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। শুদ্ধ ইহাই তাহাদিগের পাপের চরম সীমা নহে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রাক্ষসী আবার এতাদৃশী কন্যা বৎসলা (মেয়ে সোহাগিনী) যে, তাহারা একটী কন্যাসন্তানের অনুরোধে প্রায় সর্ব্ববিধ পাপের জঘন্য মূর্ত্তি দর্শন করিতেও কুণ্ঠিতা হয় না। যদি ইহাদিগের মধ্যে একটী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের আর আনন্দের সীমা থাকে না। কেহ কেহ মনে করেন, আকাশ হইতে চন্দ্রদেব আমার গৃহ উজ্জ্বল করিবার জন্য, কন্যারূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন;—কেহ কেহ স্থির করেন, কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়াতে আমাদের স্বর্গ-গমনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—এই কন্যা সন্তান দ্বারা আমরা সশরীরে স্বর্গে গমন করিব;—যমরাজ আর আমাদের কিছুই করিতে পারিবেন না। কেহ বা মনে করেন, স্বয়ং অন্নপূর্ণা কাশীধাম ত্যাগ করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন, এইবার আমাদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দূর হইবে। অধিক কি বলিব, ইন্দ্রত্ব লাভে—অসুরগণের—পুত্রপ্রাপ্তিতে, বন্ধ্যার—বারিসম্পাতে চাতকের—এবং রাজ্যপ্রাপ্তিতে দরিদ্রের

যেরূপ হর্ষোদয় হইয়া থাকে, উহাদিগের গৃহে একটী মাত্র কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠা হইলে, উহারা ততোধিক আনন্দ লাভ করে।

কালক্রমে, কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, সেই পাপীয়সিগণ আবার এরূপ পাত্রের অনুসন্ধান করিতে থাকে, যে পাত্রটীর পিতা মাতা প্রভৃতি কোন গুরুজন অথবা পুত্রপৌত্রাদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। পাত্র স্বয়ংই সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা অথবা একমাত্র কর্ত্তা হয়; অথচ, কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তিরও সমাবেশ থাকে এবং কন্যাকে সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিতা করিতে পারে। এবম্বিধ একটী পাত্রের অনুসন্ধান হইলেই, সেই কন্যাবৎসলা প্রসূতি পাত্রের রূপ, গুণ, কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়সাদির বিচার না করিয়া, সপত্নীর উপরেই হউক, অথবা দ্বিতীয় হইতে চতুর্থবার পরিণীত পাত্রকেই হউক, স্বকীয় গৃহোজ্জ্বলকারিণী স্নেহময়ী কন্যারত্ন উৎসর্গ করেন। এরূপ পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, দুহিতার কন্যাকাল উপস্থিত না হইতে হইতেই, জামাতার মৃত্যু সংঘটিত হইলে, তাঁহার স্নেহময়ী কন্যাই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া তাহাদিগের মনোভীষ্ট সাধন করিবে। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহারা যে মনে করিয়াছিল যে, স্বয়ং অন্নপূর্ণা উহাদিগের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দূর করিবার জন্য কাশীধাম ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তখন তাহাদিগের সেই বাক্যেরই যাথার্থ্য সম্পাদিত হইবে। কিন্তু কন্যার দশা কি হইবে—কন্যার পরিণাম ফল কি ভয়াবহ,—তাহা তাহারা একবারের জন্যও স্মরণ করিয়া দেখে না।

অপরন্তু, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি পাত্রটী দীর্ঘজীবন লাভ

করিয়া, কন্যার সহিত একযোগে সংসার-সমূদ্র সন্তরণে কৃতসংকল্প হয়, তাহা হইলে জামাতা নির্ব্বিবাদে তাহাতেও সফলকাম হইতে পারে না। সেরূপ অবস্থায় পাপীয়সিগণ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির বিষম অন্তরায় দেখিয়া, কিছুতেই কন্যাকে জামাতৃভবনে প্রেরণ করিতে অভিলাষিণী হয় না। সেই সময়েই কন্যাকে শ্বশুরালয়ের বাসোপযোগী নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করা দূরে থাকুক, এরূপ জঘন্য কুপরামর্শ ও কুশিক্ষা প্রদান করিতে থাকে যে, তাহাতে কন্যাটী এককালে অপদার্থ হইয়া পড়ে এবং শ্বশুরভবনে বাস করিয়া, স্বামীর গৃহচর্য্যা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ও যন্ত্রণাবিশেষ হয়। এইরূপ জামাতা যখন ভার্য্যাকে নিজভবনে লইয়া যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারেন. তখন অগত্যা শ্বশুরালয়ের নিকটবর্ত্তী কোন আত্মীয়ের ভবনে রাখিয়া স্ত্রীর দুর্ম্মতি নিরাকরণের চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কারণ, পিত্রালয় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া, সেই যুবতী-কন্যা, দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুই চারি বার মন্ত্রিণিগণের সহিত পরামর্শ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় এবং শিক্ষার যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, পাপিয়সি রাক্ষসিকুল সেই সময়েই তাহা সমাপন করিয়া লয়। বস্তুতঃ সেই সময়ে উহারা সেই যুবতী কন্যাকে এরূপ কলূষিত ও কুটিল পথ দেখাইয়া দেয় যে, যে স্বামীর গৃহ হিন্দুযুবতীর পক্ষে স্বর্গ-ভবন-রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন তাহাই তাহার পক্ষে কারাগৃহ বা যমালয় স্বরূপ বোধ হইতে থাকে। যে স্বামীর কণামাত্র অনুগ্রহের আশয়ে, হিন্দুললনা অহর্নিশ উৎফুল্ল হইয়া থাকে,—যে স্বামীর স্নেহ,

যত্ন ও প্রণয়লাভাকাঙ্ক্ষায় হিন্দুরমণী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া, রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ভিখারিণী বা বনবাসিনী হইয়া থাকে,—স্বামী অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, বধির হউক, প্রীতির চক্ষে, ভক্তির নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে যাহারা কদাপি বিচলিত হয় না,—সেই স্বামীই তাহাদিগের নিকট কৃতান্তের অনুচর অথবা দ্বিতীয় কৃতান্ত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বৎস! ভাবিয়া দেখ, যখন আর্য্যগগনে হিন্দুধর্ম্মরূপ প্রচণ্ড ভাস্কর উদিত হইয়া, আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্ম্মজীবন অলৌকিক সত্তায় প্রতিভাত করিয়াছিল,—যখন এই মর্ত্ত্য জীবনে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই 'পরম ধন' বলিয়া অভিহিত হইত না—যখন বামাকুল জ্ঞানযোগে স্বর্গ ও নরক নখ-দর্পণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেন,—তখন এই পতির জন্য হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র কি অমূল্য রত্ন সকলই না উদ্গীরণ করিয়াছেন! তখন তাঁহারা সজীব মনুষ্য জীবনের কথা দূরে থাকুক, নিশ্চল, নির্জ্জীব, অচেতন পদার্থেও স্বর্গীয় দাম্পত্যপ্রেম—সতীত্বের অতুল্য চ্ছবি দেখিতে পাইয়াছেন এবং সেই জন্যই উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥

সেই জন্যই তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'প্রমদা পতির অনুগামিনী,' শুদ্ধ এই সত্য প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রকৃতিজগতে জ্যোৎস্না, শশীর সহিত এবং বিদ্যুৎ, মেঘের সহিত অন্তর্হিত হয়। বৎস! বলিতে কি, এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবেই, আর্য্যনারীজগৎ পাশ্চাত্য সভ্যজগতের স্থূল দৃষ্টির মস্তকে পদাঘাত

করিয়া শত ধিক্কারে ধিক্কৃত করিয়াছেন এবং মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র কন্যা প্রভৃতির স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বামীর দেহের সহিত নিজ দেহ প্রজ্জ্বলিত চিতানলে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। এদিকে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ আপনার মাতা, কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতির এই অভাবনীয়, অমানুষিক অপার্থিব কাণ্ড দেখিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, অক্ষয় স্বর্গ দেখাইয়া বলিয়াছেন—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীব পূজ্যা সা স্বর্গলোকে নিরন্তরম্॥

অর্থাৎ—স্বামীর মৃত্যু হইলে, যে নারী হুতাশনে আরোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে নিরন্তর পূজিতা হইয়া থাকেন।

কিন্তু সতীর মন ইহাতেও পরিতৃপ্ত হয় নাই!—স্বর্গে আসিয়াও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে!—তিনি অমনই শাস্ত্রকারকে সকাতরে ডাকিয়া বলিয়াছেন, শাস্ত্রকার কি করিয়াছ?—যে সকল সতী স্ব ইচ্ছায় পতির চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিবে, তুমি ত তাহাদিগকেই স্বর্গে আনিয়া তুলিলে;—কিন্তু যাহারা স্বেচ্ছায় অনুমৃতা না হইবে, তাহাদের উপায় কি করিলে?—তাহারা কি তবে দাম্পত্য প্রেমের পরিণাম—সতীত্বের মহোচ্চ যোগবল—দেখিতে পাইবে না?—চন্দনের দাহিকাশক্তি আছে, তাহা কি তাহারা জানিতে পারিবে না? ইহ জগতে আসিয়া, এই সংসারের অলীক হাঁড়ি, কুঁড়ি, বেড়ী, শরা লইয়াই, কি তাহারা এ জীবন অতিবাহিত করিবে? এ অনন্ত নিয়তির বিস্মৃতি-সাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় কি তাহারা এক দিকে মিশিয়া চলিয়া

যাইবে?—না শাস্ত্রকার! তাহা করিও না!—তাহাদিগকেও পথ দেখাইয়া দাও!—তাহাদিগকেও বলিয়া দাও—

যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী চাত্মানাং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সা হি নরকাদ্ধি কথঞ্চন॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চাপি শশুরস্য কুলং তথা।
কুলত্রয়ং তারয়েদ্ধি ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

অর্থাৎ—পতি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, নারী যে পর্য্যন্ত নিজ দেহ স্বামীর চিতানলে দাহন না করে, তাবৎ সে নরক হইতে মুক্তিলাভে সমর্থা হয় না। যে নারী স্বামীর অনুগমন করে, সে মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং শ্বশুর কুল উদ্ধার করিয়া থাকে।

শুনিয়া শাস্ত্রকার স্তম্ভিত হইলেন। সতীর ক্ষীণ প্রাণের মহত্ত্ব দেখিয়া, অবাক্ হইয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহাই স্থির করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সতী পুনরপি বলিলেন,—"শাস্ত্রকার! এখনও হয় নাই!--এখনও দাম্পত্য সুখের—আর্য্যনারীর পতিপরায়ণতার—পূর্ণ ছায়া দেখিতে পান নাই! ঈশ্বরের একত্বেই মোক্ষ অবস্থিতি করে; অর্থাৎ এই আত্মা, সর্ব্বভূত পরিত্যাগ করিয়া, যখন একমাত্র পরমাত্মায় বিলীন হয়, তখনই জীবের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে; যদি এই কথা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দেব! এখনও আর্য্যনারীর পাতিব্রত্যধর্ম্মের পরার্দ্ধ দেখিতে পান নাই!—আমরা ঈশ্বর জানি না!—আর্য্যললনা পরমাত্মা কাহাকে বলে, বুঝিতে পারে না!—আমরা পতিকেই ঈশ্বর ভাবিয়া থাকি;—যখন সর্ব্বভূত পরিত্যাগ করিয়া, আমরা পতিরূপ পরমাত্মায় বিলীন

হইব, তখনই ভাবিব, দেব! আমরা মোক্ষ প্রাপ্ত হইলাম। সেই জন্যই আর্য্য ললনা এক বই দুইটী পতির ভজনা করিতে চাহে না;—সেই জন্যই, যাহাকে একবার পতি রূপে হৃদয়-মন্দিরে স্থান দান করিয়াছে, তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও সে মন্দিরে উঠিতে দেয় না!—তখন তাহারা এই পতি দেখিয়াই সমস্ত জগৎ ভুলিয়া যায়—ঈশ্বর ভুলিয়া যায়—পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী পুত্র, কন্যার অমোঘ স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করতঃ, এই নশ্বর দেহ-পিঞ্জর পতির চিতানলে ভস্মসাৎ করিয়া, পতির সহিত স্বর্গলোকে অবস্থিতি করে এবং সেই মহোচ্চ স্থান হইতে মহোচ্চ স্বরে জগতের প্রাণ উন্মাদ করাইয়া বলিতে থাকে—

তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধ-কোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা স্ত্রী পতিমুদ্ধৃত্য সহ তেনৈব মোদতে॥
দুর্ব্বৃত্তং বা সুবৃত্তং বা সর্ব্বপাপরতং তথা।
ভর্ত্তারং তারয়েত্যেষা ভার্য্যা ধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ॥

অর্থাৎ—"মানবদিগের প্রত্যেকের গাত্রে সাড়ে তিন কোটী লোম আছে। যে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে, সে তাবৎ কাল অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গলোকে বাস করে।"—বলিয়াই আর্য্যনারী কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইলেন। দেখিতে দেখিতেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইল,—নেত্রযুগল দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। অমনই তিনি শাস্ত্রকারকে ডাকিয়া

বলিলেন—"শাস্ত্রকার! ভাবিও না যে, 'সতী সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বর্গধামে স্বামীর সহবাস-সুখ লাভ করিয়াই, সতীত্বের চরম ফল উপভোগ করে।' উহার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যনারী আরও যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা জ্ঞানের অগোচর—কল্পনার অতীত—শত শত বৎসর অনশনে, অশয়নে, প্রজ্জলিত অনলকুণ্ডে তপস্যা করিলেও, সে ফল লাভ করিতে পারা যায় না! শাস্ত্রকার! তুমি অবশ্য বলিবে, সে ফল কি?—শাস্ত্রকার! জানিও, "ব্যালগ্রাহিব্যক্তিগণ (সাপুড়েরা) যেমন গর্ত্ত হইতে বলপূর্ব্বক সর্প উদ্ধার করে, তেমনই স্বামী, দুর্ব্বৃত্ত, সুজন অথবা সর্ব্বপ্রকারে পাপরত হইলেও, পতিরতা অনুমৃতা স্ত্রী কালের সর্ব্ববিধ বিঘ্ন, সর্ব্ববিধ অন্তরায়,—এবং সর্ব্ববিধ বিভীষিকার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বকীয় অপূর্ব্ব ধর্ম্মবলে স্বামীকে উদ্ধার করেন এবং প্রাগুক্ত সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বর্গভবনে যদৃচ্ছা সুখ শান্তি ভোগ করিয়া, মোক্ষ প্রাপ্ত হন।"

বৎস! আর্য্যনারীগণ এক সতীত্ববলে এত দূর অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পামরিগণ সেই রক্তে সমুৎপন্ন ও সেই সমাজে পরিচালিত হইয়া, কিরূপে যে এই জঘন্য জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কল্পনায়ও বুঝিয়া উঠিতে পারি না! সেই কয়েকটা গৃহের পাপিনিকুলই কন্যাগণের ঐহিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মনাশের কারণ হইয়া, সেই সেই কন্যাকে ঘোর নরকে নিমগ্ন করিতেছে।—উহারা উক্ত কন্যাগণের চরিত্রের উপর দৃষ্টিপাত করা দূরে থাকুক, যদি জামাতা তরুণী ভার্য্যার স্বভাব শোধনে সংকল্পারূঢ় হইয়া, ভার্য্যার আত্মীয়বর্গের নিকট ভার্য্যার তাদৃশ অন্যথাচরণের কথা উল্লেখ

করে, তাহা হইলে সেই বিষকুম্ভপয়োমুখিগণ কোন কথাই বলিতে দেয় না, পরন্তু উহারা তরুণীর বালিকাসুলভ চাপল্যের ভা করিয়া, ভগ্নহৃদয় স্বামীর বাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কখন বা জামাতার মনস্তুষ্টির জন্য, দুই চারিটী চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া, জামাতার মনোরঞ্জন করে, অথবা হয়ত, কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া, তরুণী কন্যাকে মৃদুবাক্যে অলীক ভর্ৎসনা করিতে থাকে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা কিছুই নহে। কন্যাটী এই রূপে যতই গর্ভস্রাবে যাইতে থাকে, ততই সেই রাক্ষসিগণের আনন্দের সীমা থাকে না। যে প্রকারেই হউক, কন্যাকে স্ববশে রাখিয়া জামাতাটীকে হস্তগত করাই পাপিনিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যতক্ষণ তাহা কার্য্যে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না।

পঞ্চম-স্তবক।

বিনাঞ্জনেন মন্ত্রেণ তন্ত্রেণ বিনয়েন চ।
বঞ্চয়ন্তি নরং নার্য্যঃ প্রজ্ঞাধনমপিক্ষণাৎ ॥*

মহাপুরুষ বলিলেন—তাহার পরে শ্রবণ কর। যদি সেই তরুণা কন্যা প্রকৃতিসুলভ স্নেহ মমতার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীর বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য লাভ করে এবং প্রকৃত ভার্য্যা পদবী গ্রহণ করিয়া পতিগৃহের শ্রীসম্পাদনে প্রবৃত্তা হয়, তাহা হইলে সেই রাক্ষসিকুলের দুঃখের ইয়ত্তা থাকে না। তৎকালে যেরূপে হউক, যাহাতে তরুণ দম্পতীর বিচ্ছেদ সঙ্ঘটন হয়, দুষ্টমতি পাপিনিগণ তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে এবং অবিলম্বে সেই কন্যাকে স্বামীগৃহ হইতে আনাইয়া, নিজালয়ের দাসীত্বে নিয়োজিত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। ফলতঃ যেরূপে হউক, তখন উভয়ের বিচ্ছেদ সংঘটনই তাহাদিগের মূলমন্ত্র হইয়া পড়ে এবং যাহাতে স্বামী ও স্বামীর আত্মীয় বর্গের উপর কন্যার বিদৃষ্টি হয়, তাহারই বিধিমতে প্রয়াস পায়। তখন কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কি প্রতিবেশী, কি গ্রামবাসী সকলের নিকটেই নিজ জামাতা ও তাঁহার আত্মীয়বর্গের নানারূপ কুৎসা ও গ্লানি করিতে থাকে। সুতরাং নিতান্ত অনভিমত হইলেও, জামাতা স্বীয় ভার্য্যার সহবাস ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হন এবং সেই

---

* অর্থাৎ—নারীগণ মন্ত্র, তন্ত্র বিনয় অথবা সুমনোহর বেশভুষা সম্পাদন না করিয়াও, ক্ষণকাল মধ্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকেও বঞ্চনা করিতে পারে।

প্রাণপ্রতিমাকে শ্বশুরালয় রূপ রাহুগ্রাসে অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। সহধর্ম্মিণী পরমপ্রীতিদায়িনী হইলেও, মনের ঘৃণায়, দুর্নিবার অপকলঙ্কের ভয়ে, স্বামী ভার্য্যার নাম মুখে আনিতেও ইচ্ছা করেন না। চিরদিনের জন্য সেই প্রাণপ্রতিম স্নেহলতাটীকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন এবং যাহাতে সেই সরল হৃদয় সাধু স্বামী, ইহ সংসার হইতে অবসৃত হইতে পারেন, তজ্জন্যই ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে থাকেন। বস্তুতঃ তখন সেই পতির মন যে কি অভাবনীয় ভীষণ দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এক দিকে, তরুণী ভার্য্যার দুরন্ত বিরহ;—সংসারে যাহা কিছু সুখময়,—যাহা কিছু শান্তিপ্রদ—মোহ বন্ধনের অন্যতম মুখ রজ্জু;—প্রীতির বিকাশ—হর্ষের উৎস—স্নেহের নির্ঝর—বিলাসের আকর—ভক্তির পারাবার—ধর্ম্মের পয়োনিধি—এবং শান্তির পরম পবিত্র আশ্রয়তরু, তাহারই অপলাপ; অন্যদিকে, পত্নীর গুরু আত্মীয়গণের দুর্ব্বিষহ কটু বচন—হৃদয় ভেদী গঞ্জনা—অপরিহার্য মিথ্যা কলঙ্ক—স্বপক্ষীয় গুরুজন বর্গের নিদারুণ অবমাননা—এবং চিরজীবনের জন্য স্বকীয় সাংসারিক সুখ, হর্ষ ও প্রেমপাদপের বিনাশ—প্রভৃতি সমস্তই, লোম হর্ষণ বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পতির হৃদয় অহর্নিশ মথিত করিতে থাকে। যাহার পাণিপীড়ন করিয়া একদিন হতভাগ্য পতি মনে করিয়াছিল যে, এতকালের পরে সকল সুখে সুখী হইলাম—স্বীয় পিতার পরিবর্ত্তে সর্ব্ব সুখ দাতা জনক—মাতার পরিবর্ত্তে স্নেহময়ী জননী—ভ্রাতার পরিবর্ত্তে সর্ব্ববিধ আপদ বিপদের প্রধান সহায় ভ্রাতা এবং সকলের পরিবর্ত্তে সংসারের প্রবল বন্ধন সর্ব্ব সুখদায়িনী ভার্য্যা লাভ করিলাম।

সংসার যতই বিষময় হউক না কেন,—পাপ তাপ বন্ধন ইহাতে যতই প্রবল থাকুক না কেন,—প্রকৃতির বিরূপচ্ছবি ভীষণ হইতে যতই ভীষণতর হইয়া আসুক না কেন,—আজি হইতে সকলই সরল,—সকলই শান্তিপূর্ণ—সকলই সুখের মধুময় উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত—অমৃতের স্নিগ্ধরসে প্লাবিত এবং আনন্দের প্রবল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইবে। নিয়তির অনন্ত স্রোতে গা ঢালিয়া বাল্য জীবন অতিবাহন করিয়াছি—কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এ পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই—অনন্ত নিয়তি সাগরে বুদ্বুদ কণার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এত কালের পরে লক্ষ্য স্থির হইল;—ইহ সংসারে কি জন্য আসিয়াছি—কোথা হইতে আসিয়াছি—কোথায় যাইতেছি—তাহা এতকালের পরে বুঝিতে পারিলাম; জানিলাম যে, যে ধর্ম্ম এই ভবসংসার পারাবারের একমাত্র অবলম্বন—অনন্য কর্ণধার—সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, এই দুস্তর ভব-পারাবার অনায়াসে মুহূর্ত্তমধ্যে পার হইয়া যাইব। ভীষণ ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া, যে কাল অনুক্ষণ সকলকে প্রতীক্ষা করিতেছে, সেই কালের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার কাহারই ক্ষমতা নাই; কিন্তু জগৎপাতা জগদীশ্বর যে ভার্য্যারূপ লতাখণ্ড প্রদান করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই অমূল্য ধর্ম্মরত্ন লাভ করিব এবং সেই ধর্ম্মের বলেই ভীষণ ভবপারাবার অক্লেশে উত্তীর্ণ হইব। এদিকে, পলিতকেশ, গলিতনখদন্ত পিতা আমার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়া নিয়তির অনন্ত-স্রোতে শয়ন করিবার উপক্রম করিতেছেন;—এ সংসারে তিনি যে যশোমান, খ্যাতিসম্ভ্রম, বিত্তবিভব অর্জ্জন করিয়াছেন, সে সমস্ত আমার করে অর্পণ করিয়া, সংসারের নিকট বিদায়

গ্রহণ করিতেছেন;—তাঁহার যশোরাশি, তাঁহার সমস্ত বিভব সম্পত্তি, তাঁহার সর্ব্ববিধ কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে;— আজি মৎদৃশ ক্ষুদ্রজনরূপ কুৎসিত মুকুরের উপর তিনি যে পিতৃপিতামহাদির বিরাট ছবি প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়া অনন্ত ধামের পথিক হইতেছেন, আজি আমাকে সেই ছবির পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে হইবে—তাঁহাদিগের মহান্ যত্নার্জ্জিত কুলমান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—আমাকেও পুত্রপৌত্রাদির হস্তে এই বিপুল ভার প্রদান করিয়া মহাপ্রস্থান করিতে হইবে;—এই ভার্য্যাই আমার সেই অবাঙ্মনস বিরাট অয়োজনের একমাত্র সহায়। অনন্ত কালবৃক্ষের কয়েকটী বর্ষপত্র পতিত না হইতে হইতেই, আমাকে সেই আয়োজন সমাপন করিয়া রাখিতে হইবে;—ইহার মধ্যে বৃদ্ধ মাতা, পিতা, পুত্র, কলত্রে পরিবৃত হইয়া, আমি একটী ক্ষুদ্র সংসাররূপ বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইব;—আমার এই তরলমতি নব কিশোরী ভার্য্যা সেই রাজ্যের অধিশ্বরী হইবেন;—উভয়ের সমবেত বলে একটী নূতন সৃষ্টি উদ্ভূত হইয়া, এই অনন্ত নিয়তিস্রোতে বুদ্বুদাকারে পুনরায় ভাসমান হইব!—যদি আমাদিগের নব দম্পতী প্রকৃত ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া, এই কাল সমুদ্রে ভাসিতে পারে,— যদি পাপের ছায়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পায়, - তাহা হইলে নবোদ্ভূত বুদ্বুদ কণাও কালের কুটিল হিল্লোল অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে;—পিতৃপৈতামহিক শুভ্র জ্যোতিঃ সেই সেই বুদ্বুদ কণার উপর সমতেজে প্রতিফলিত হইবে;—সাংসারিক কোনও বিপৎপাতেই সেই নবোত্থিত বিম্ববিন্দুকে অনুমাত্র বিচলিত বা স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না।

কিন্তু হায়! এই পাপ মন্দভাগিনীগণের দুষ্ট অভিসন্ধিতে এই

রূপ কত শত শত ধর্ম্ম সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে—প্রকৃতির বৈষম্য পদে পদে সংঘটিত হইতেছে—সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া, অবনতির যাতনাময় অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিতেছে! কন্যাকে, নীতিশিক্ষা প্রদান করিয়া, যাহাতে [illegible] সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা [illegible] থাকুক, যাহাতে কন্যা শ্বশুর কুলের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া, পতি গৃহ হইতে নিষ্কাশিতা হয়, উহারা কায়মনোবাক্যে তাহাই প্রার্থনা করে। কালক্রমে, এই পাপিনিগণের মনোরথই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অবারিত নিন্দায়, গুরুজনগণের প্রতিনিয়ত অশিষ্ট ব্যবহারে, অস্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং রমণীগণের বিজাতীয় অবাধ্যত য় বাস্তবিকই সেই সেই কন্যা পাপিনিগণের শিক্ষার মানদণ্ড স্বরূপ হইয়া উঠে। তখন তাহারা পতিগৃহ উজ্জ্বল করা দূরে থাকুক, শ্বশুর কুলের কণ্টক স্বরূপ হয় এবং অবিলম্বেই পতিগৃহ হইতে বিতাড়িতা হইয়া, পিতৃভবনের দাসীত্ব গ্রহণ করে। এদিকে কন্যা শ্বশুরালয় হইতে বাটী আসাতে, সেই সেই পাপিনীর আনন্দের ইয়ত্তা থাকে না। চিরজীবনের জন্য কন্যা যে পবিত্র সুখ নিকেতনে বিষের বাতি জ্বালাইয়া আসিল—স্বর্গনিন্দিত সুখাবাস চির জীবনের জন্য যে নরকের ঘোর অপবিত্রতায় পরিণত হইল—রাক্ষসিগণ তাহা একবারের জন্যও চিন্তা করে না। যখন কন্যা জামাতার সহবাস লাভ করিয়াছে—যখন একদিনের জন্য জামাতার প্রণয়-পাদপের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়াছে—তখন জামাতা কখনই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না—অবশ্যই এক দিন কন্যার সহবাসপ্রার্থী হইয়া কন্যার নিকট আগমন করিবে; এই ভাবিয়া পাপিনিগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

বৎস! এরূপ প্রকৃতির লোক কি কোথাও দেখিয়াছ? ভাদ্রের গঙ্গার ন্যায় কন্যাকে যৌবনভারে সম্পূর্ণ ভারাক্রান্ত দেখিয়াও, কি কেহ সেই কন্যাকে জামাতৃহস্তে অর্পণ না করিয়া, স্বকীয় আবাস গৃহে রাখিয়া থাকে? হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিন্দুবংশে লালিত ও পালিত হইয়া, হিন্দুরক্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত রাখিয়া, বল দেখি বৎস! কে না অবগত আছে যে,

বাল্যে পিতুর্বশে পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

অর্থাৎ—স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, স্বামীর মৃত্যুর পরে পুত্রের অধীনে থাকিবে; কখনও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবে না; অর্থাৎ অপর কাহারও অধীনে বা স্বাধীনভাবে থাকিবে না। শাস্ত্রকার মনুও লিখিয়াছেন—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

অর্থাৎ—স্ত্রীজাতি কৌমারকালে পিতা কর্ত্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তা কর্ত্তৃক, এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষণীয়া; ইহারা কদাপি স্বাধীন অবস্থায় অবস্থানের যোগ্যা নহে। কিন্তু বৎস! এই নরক কীটগণের নিকট এতাদৃশ সাধু বচন সকলও, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে!

যাহা হউক এই রূপে কয়েকটী পাপিনী, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইলে, অথবা জামাতা কন্যাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে দেখিলে, দুর্ব্বিষহ যাতনা অনুভব

করিয়া থাকে। জানি না, ভদ্র সমাজে কি জন্য এই বিষদৃশী ঘটনা জাল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে! সেই সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর ব্যতীত আর কেহই এই নিদারুণ তথ্যের মর্ম্মাবধারণ করিতে সমর্থ নহেন। তবে আমার বোধ হয়, সেই কুটিলমতি বামাকুল ভাবিয়া থাকে যে, যদি কন্যাকে জামাতৃ ভবনে অথবা জামাতার কোনও আত্মীয়ের বাটীতে পাঠাইয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে জামাতা ধর্ম্মের অনুরোধে অথবা লোকলজ্জাবশতঃ কন্যার ভরণ পোষণের উপযোগী ব্যয়ভার অবশ্যই বহন করিবে এবং যত কেন দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হউক না রূপযৌবনসম্পন্না ভার্য্যার প্রেমাধীন হইয়া, কোনও না কোনও সময়ে আমাদিগের এই বাটীতে উপস্থিত হইবে। ফলতঃ যেরূপেই হউক, যদি জামাতা নিজ ভার্য্যার ভরণপোষণের জন্য কিছু কিছু অর্থানুকূল্য করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের সংসারেরও কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হইতে পারে। রে দুর্ব্বিনীত কঠোর কাল! তোর কি অসীম ক্ষমতা!—কি লোমহর্ষণ প্রভাব! তোর দুর্দ্ধর্ষ শক্তি প্রভাবে জগতে যে কত শত দুর্নিবার অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহার কি ইয়ত্তা করিতে পারা যায়? মানব দেখিয়া শুনিয়াও, সমক্ষে পরোক্ষে কতই দুষ্কার্য্য সাধন করিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বিবাহ আশ্রমীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। উহা সকল দেশের, সকল জাতির ও সকল সমাজেরই প্রধান বন্ধন ও প্রবল শৃঙ্খল। বিবাহ ভিন্ন সমাজ এক দিনও পরিচালিত হইতে পারে না। এই পবিত্র বন্ধনের উপরেই সমাজের সৃষ্টি ও স্থিতি নির্ভর করিতেছে এবং ইহার পূর্ণবিকাশেই মনুষ্যের চরমোন্নতি

লাভ হইয়া থাকে। উদ্বাহতত্ত্বে ভগবান দক্ষ প্রজাপতি বলিয়া গিয়াছেন—

অনাশ্রমি ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥
ব্রতেষু লোপকামশ্চ আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চয়ঃ।
সন্দংশযাতনা মধ্যে পততস্তাবুভাবপি॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আশ্রমিগণ, দারপরিগ্রহ না করিয়া থাকিবে না। মনুষ্য আশ্রমধর্ম্ম ব্যতিরেকে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ না করিয়া, অবস্থিতি করিলে, প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে। আশ্রম ধর্ম্মের নিয়মভ্রষ্ট ও গার্হস্থ্যধর্ম্মের বহির্ভূত ব্যক্তিগণ সন্দংশ নরকে পতিত হইয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই পবিত্র বিবাহবন্ধনের গুণ যেমন এক দিকে শত মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তেমনই বিবাহকালে অথবা বিবাহান্তে জামাতার নিকট অর্থগ্রহণের দোষও নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। মহর্ষি কশ্যপ বলিয়াছেন—

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ,
আত্মবিক্রয়িণ পাপা মহাকিল্মিষ কারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তম্ কুলম্॥

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি লোভবশতঃ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করে, সে ব্যক্তি মহাপাপাচারী ও আত্মবিক্রয়ী বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই ব্যক্তি স্বয়ং নরকে পতিত

হয় এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরকগামী করে। অন্যত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে—

য কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পূরীষ-হ্রদ-সঙ্কুলং॥

অর্থাৎ—যে মূঢ় ব্যক্তি মোহবশতঃ কন্যাবিক্রয় করিয়া থাকে, সে পূরীষ-হ্রদ-সঙ্কুল ঘোর নরকে গমন করে।

মনুষ্য পরলোকে নরকগামী হইবে, শুদ্ধ ইহাই মাত্র কন্যাবিক্রয়ের শেষ ফল নহে। যে বিবাহে কন্যার পণ গৃহীত হইয়া থাকে, শাস্ত্রকারগণ সেই বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—

ক্রয়ক্রীতাতু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ।

অর্থাৎ—"যে স্ত্রী পণ দ্বারা ক্রীতা হয়, সেই স্ত্রী পত্নী বলিয়া অভিহিত হয় না এবং সেই স্ত্রী দেব ও পিতৃলোকের কোনও কার্য্য করিতে পারে না। পণ্ডিতগণ তাহাকে দাসী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।"

পণক্রীতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানও কোন কার্য্যের অধিকারী হয় না! শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যো জায়তে দ্বিজঃ।
স চণ্ডাল ইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

অর্থাৎ—বিক্রীতা কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে,

সকলে তাহাকে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত চণ্ডাল সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

বৎস! এত দূর ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াও শাস্ত্রকারগণের মনের তৃপ্তি সাধিত হয় নাই। সেই জন্য তাঁহারা কন্যাবিক্রয়ীর সংস্রব পর্য্যন্ত এক কালেই ত্যাগ করিতেও আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, উহাদিগের ছায়া স্পর্শেও এইরূপ পাপস্পর্শ হয়, বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

“তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ীঃ।”

অর্থাৎ—যে দেশে শুক্রবিক্রয়ী অবস্থিতি করে, সেই দেশ পতিত ও পাপ কলুষিত। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ কঠোর শাসন বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া, কন্যাবিক্রয়ীর সংশ্লিষ্ট দেশের সহিত সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য বারম্বার আদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু বৎস! এখানে আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বৎস! ভাবিও না যে, শুদ্ধ বিবাহকালে কন্যার পণ গ্রহণ করিলেই, শুক্রবিক্রয়ী দোষে দোষী হইতে হয়। শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,

“ন কুর্য্যাদর্থ সম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচনঃ”

অর্থাৎ—“কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিত কদাপি অর্থ সম্বন্ধ রাখিবে না। রাখিলে, কন্যা বিক্রয় দোষে দোষী হইতে হয়।” এই বিধানানুসারে আজিও সজ্জনগণ বরপক্ষের দ্রব্যসামগ্রী বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং দৌহিত্র মুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জামাতার অন্নগ্রহণে বিরত থাকেন। কিন্তু হায়! এখন

এ বাক্যের সার্থকতা কোথায়? সমাজ আজি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই শাসন বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিবে? শুদ্ধ ইহাও নহে, বৎস! এই রূপ শত শত স্থলে শুক্র বিক্রয়ীর দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইহাতেও পামর প্রকৃতি মানবগণ পুঞ্জ পুঞ্জ পাপাচার করিয়া, বসুমতীকে দূষিত করিতে ত্রুটি করিতেছে না।

জামাতার গুরুজনগণের বিরক্তি সাধন করতঃ কন্যা ও জামাতাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়াই, এই হতভাগিনিগণের অভিনয় কার্য্য শেষ হয় না। জামাতার সম্বন্ধে ইহারা যে আরও কত ভীষণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলেও মানবের পাপ স্পর্শ হয়। বৎস! অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ যে, যে কোন প্রকারেই হউক, জামাতাটীকে মেষবৃত্তি অবলম্বন করানই, সেই সেই পাপিনিগণের প্রথম কর্ত্তব্য। তৎপরে কন্যাটীকে আপনাদিগের পশুপ্রকৃতির অনুকূল, বা অনন্যসহায় করিয়া লওয়া, এই পিশাচিকুলের দ্বিতীয় কার্য্য। ফলতঃ এই সময়ে উহারা কন্যাটীর রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, এরূপ জঘন্য করিয়া তোলে যে, তাহাকে গৃহীর গৃহলক্ষ্মী না বলিয়া, বেশ্যার গৃহোজ্জ্বলকারিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন সেই সেই কন্যা যেমন গর্ব্বিতা, তেমনই প্রগল্‌ভা; যেমন বিলাসিনী, তেমনই লজ্জাহীনা; যেমন মিথ্যাভাষিণী, তেমনই শ্রমকাতরা; যেমন অবাধ্যা, তেমনই উচ্ছৃঙ্খলা; যেমন অশিষ্টা, তেমনই পরশ্রীকাতরা; যেমন কলহপ্রিয়া, তেমনই পরদ্রোহিণী; যেমন পরকুৎসাকারিণী, তেমনই পরছিদ্রান্বেষিণী; যেমন নাট্যগীতামোদিনী, তেমনই পতির অপ্রিয়কারিণী হইয়া থাকে। সুখে

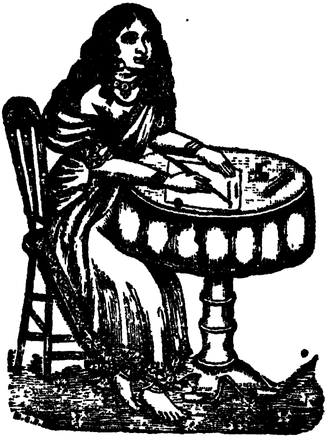

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, গৃহিণীর যে সকল ঐহিক ও পারত্রিক নীতিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, শিক্ষাগুরু পাপিনিগণের নিকট ইহারা তাহা শিক্ষা না করিয়া, আমোদ ও রঙ্গরসে প্রচুর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহাদিগকে দেখিয়া—ইহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া—ইহাদিগের সামাজিক অবস্থান পর্য্যালোচনা করিয়া—পুংশ্চলিগণও লজ্জাবনত ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। বৎস! দুঃখের কথা কি বলিব, গৃহীর গৃহে যাহারা মধ্যবিন্দু—শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও ধর্ম্মাচরণে যাহারা পতির একমাত্র গতি ও অনন্য সহায়,—ধর্ম্মোপার্জ্জন ও ঐহিক, পারমার্থিক ব্যাপারে যাহারা একমাত্র গৃহলক্ষ্মী,—তাহারা এই পাপিনিগণের কূটজালে এরূপ পাশব প্রকৃতি অবলম্বন করে যে, তাহাদিগকে নররূপিণী পিশাচী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষাগুণে উহারা এরূপ কলুষিতা ও বিপথগামিনী হয় যে, ইহ সংসারে

যে পতি প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ—পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন অপেক্ষা, যিনি সমধিক ভক্তিপাত্র—ইষ্টদেবতা অপেক্ষাও যিনি পরম শ্রদ্ধেয়—সেই পরমারাধ্য সাক্ষাৎ দেবতাকে ক্রীড়া পুত্তলী করিয়া রাখে। বর্ষীয়সী পামরিগণ আবার ইহার উপর আর এক উপসর্গের সংযোগ করিয়া তরলমতি কিশোরিগণের অস্ফুট জ্ঞানের অপূর্ব্ব শ্রী বর্দ্ধন করে। উহারা স্ব স্ব কন্যাদিগকে সামান্য বর্ণজ্ঞানমাত্র শিক্ষা দিয়া, এক একটী "হস্তী পণ্ডিতা" করিয়া তুলে। নববিদুষিগণ সেই বর্ণবলে এককালে মহতী প্রগল্‌ভা ও গর্ব্বিতা হয়, এবং কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি স্বামী সকলকেই তৃণ জ্ঞান করিয়া. সমস্ত পৃথিবী শরাববৎ নিরীক্ষণ করে। পরিশেষে, সেই শিক্ষাই উহাদিগকে গর্ভস্রাবে পাঠাইবার প্রধান সাধন হয়।

বৎস। ইহাতে মনে করিও না, আমি স্ত্রীশিক্ষাকেই এক কালে নিন্দা করিতেছি। কি ইতর, কি ভদ্র, কি সাধু, কি অসাধু, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই যথাবিধানে শিক্ষালাভ করা আবশ্যক। কিন্তু যে শিক্ষাতে লোকে কতকগুলি অশ্লীল পুস্তক পাঠ করিতে ও "কিতাবতি" ভাষায় পত্রাদি লিখিতে শিখে, সাধুসমাজ অবশ্য সে লেখা পড়ার পক্ষপাতী নহেন। লেখা পড়া শিখিয়া, যদি তরল মতি বালক বালিকা গণের প্রকৃতি নববারি-বিধৌত পদ্মপত্রের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল হয়—যদি দয়া দাক্ষিণ্য ন্যায়পরতা, পতিভক্তি, গুরুশুশ্রূষা, সত্যবাদিত্ব, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণগুলি পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়—যদি পারত্রিক জীবন সুখময় করিবার জন্য, ইহ জীবনের অনুষ্ঠান হয়—তাহা হইলে এ লেখা পড়াকে আমি দোষ ভাগী করিতাম না। এ লেখা পড়ায় তাহা না হইয়া, সামান্য লেখা পড়া শিক্ষার বিষময়

ফল সমুৎপাদন করে এবং অঙ্গনার যৌবনসুলভ চাপল্যই বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। তজ্জন্যই বৎস! সজ্জনগণ এ লেখা পড়াকে নিন্দা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে ও পত্রাদি লিখিতে শিখিলেই যে শিক্ষার চরম ফল লাভ হয়, ঘুণাক্ষরে তাহা মনে করিও না। স্বভাব সংশোধনই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা মুখে মুখে অথবা দৃষ্টান্ত জগতে যেরূপ লাভ করা যায়, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বৎস! এই শিক্ষাই হিন্দুর পরম ধন;—এই শিক্ষার বলেই হিন্দুসমাজ যুগ যুগান্তরের প্রলয় প্লাবন বক্ষে ধারণ করিয়া, হিমগিরির ন্যায় আজিও অচল, অটল ও নিষ্কম্প হইয়া রহিয়াছে এবং অলৌকিক প্রভায় আলোকিত হইয়া নিখিল জগৎ বিমোহিত করিতেছে।

বৎস! এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। বল দেখি, শাস্ত্রকারগণ সাবিত্রীর নৈতিক উন্নতির যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন,তাহা কি বর্ণজ্ঞান সমদ্ভূত শিক্ষাপাদপের সুপক ফল?—না সামাজিক পরিপাকের সুখময় মহোচ্চ পরিণতি? উত্তরে, অবশ্যই তোমাকে শেষ মীমাংসার উল্লেখ করিতে হইবে। তখন সমাজের বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় ও স্বস্থান-সংলগ্ন ছিল যে, তদানীন্তন সমাজের নীতি ও আচার বলেই লক্ষ লক্ষ সাবিত্রী সমুৎপন্ন হইত—সহজেই স্ত্রীজাতি পরস্পরের সাধুজীবন দর্শন করিয়া, স্বর্গীয় সাধুপথ অবলম্বন করিত। তবে, কথা এই যে, সাবিত্রী প্রিয়পতি সত্যবানের মৃত্যু ঘটনা ও যমরাজকে প্রশমিত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, স্বকীয় বিমল সতীত্বের জীবন্ত পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে সেই সময়ে সাবি-

ত্রীর ন্যায় সহস্র ফুল্ল-কোকনদ এই আর্য্য সমাজ সরোবরে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যাইত। বৎস! বোধ হয় মহাভারতেও দেখিয়া থাকিবে যে, এক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের পত্নী পতিসেবা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহার পতিই ধ্যান, পতিই জ্ঞান এবং পতিই একমাত্র ইষ্টদেবতা ছিল। ব্রাহ্মণী জানিতেন, কুরূপ, নির্গুণ, কুস্বভাব, অন্ধ, খঞ্জ, বধির বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র সুখশান্তিদাতা এবং ঐহিক ও পারত্রিকের অনন্য ত্রাণকর্ত্তা। জগতে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর কেহ নাই। এক দিবস এই ব্রাহ্মণ লক্ষহরা নাম্নী এক রূপযৌবনসম্পন্না কুলটাকে দেখিতে পান। উহাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ বিষম মন্মথ শরে জর্জ্জরীভূত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কুলটাকে এক দিনে লক্ষ টাকা দিতে না পারিত, সেই ব্যক্তি ইহার সহিত আলাপ করিতে পারিত না। সুতরাং কামশরে নিপীড়িত হইলেও, উহার সহবাস দীন ব্রাহ্মণের পক্ষে একপ্রকার স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ হতাশ হইয়া, দিবারাত্র দুঃখিত মনে অবস্থিতি করিতেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী কারণ জানিবার জন্য, একদিন স্বামীর নিকট দারুণ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ কি করেন, নিতান্ত লজ্জিত ও অপদস্থ হইয়াও, অতি দুঃখে ব্রাহ্মণীর নিকট আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীর নিষ্করুণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ক্ষোভে, ঘৃণায় ও লজ্জায় আকুল হইলেন। কিন্তু স্বামীকে কোনও কথা না বলিয়া, প্রত্যূষে উঠিয়া সেই কুলটার বাটীতে গিয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিলেন এবং যে কোন

রূপে হউক, ভর্ত্রীর মনস্তুষ্টি করিয়া নিজাভীষ্ট সাধন করিয়া লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কুলটার পরিচর্য্যা করিয়া ব্রাহ্মণী স্বকীয় সংকল্প সিদ্ধ করিলেন। বৎস! বল দেখি,এই বিষয়টী হিন্দুরমণীর সতীত্বও পতিপরায়ণতার কি উজ্জ্বল উদাহরণ। আবার শুদ্ধ ইহাও নহে; অবশ্য শুনিয়াছ, এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীরত্নই অপূর্ব্ব সতীত্ববলে একদিন প্রচণ্ড ভাস্করের গতিরোধ ও করাল কালের কুটিল প্রভাবও সমূলে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

এইরূপে জনকতনয়া সীতা দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা ও চেড়িগণবেষ্টিত অশোক কাননে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের মোহিনিমূর্ত্তিএকদণ্ডের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই! শ্রীবৎস রাজমহিষী চিন্তা ও নিষধাধিপতি নলরাজমহিষী দময়ন্তী বনে বনে ভ্রমণ ও নানাবিধ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াও, স্ব স্ব পতির উপর তিলার্দ্ধের জন্য বিরক্ত হন নাই। সূর্য্যকুলতিলক মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের অঙ্কলক্ষ্মী রাজমহিষী শৈব্যা, পতির অনুগমন করিয়া, কি নিদারুণ কষ্ট—কি ভীষণ মনস্তাপ—না সহ্য করিয়াছিলেন? এমন কি, অন্ধের যষ্টি, অঞ্চলের মণি একমাত্র পুত্ররত্নকেও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে শুদ্ধ এক সতীত্বের গুণেই সেই মৃত পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত ও প্রিয়তম স্বামীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৎস! ভাবিয়া দেখ, সতীত্বের অমোঘ বলে স্ত্রীগণ এই বিশ্বরাজ্যে কি কার্য্যই সাধন না করিয়াছেন? এই যোগ ধর্ম্মে কি অসাধ্য সাধনই সমাহিত না হইয়াছে?—ফলতঃ এই সকল রমণীরত্নই স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥"

অর্থাৎ—যে স্ত্রী স্বামী কাতর হইলে কাতরা হন, আহ্লাদিত হইলে আহ্লাদিতা হন, প্রবাসগমন করিলে, মলিনা ও কৃশা হন এবং পতির মৃত্যু হইলে স্বামীর জ্বলন্ত চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করেন, তিনিই পতিব্রতা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন এবং তিনিই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়া পবিত্র মোক্ষ লাভে অধিকারিণী হন।

যাহা হউক, বৎস! মনের দুঃখে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া অনেক কথাই বলিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে পুনরায় মূল প্রসঙ্গের অনুসরণ করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর

ষষ্ঠ স্তবক।

"তাং দত্ত্বাচ পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনা শনৈঃ।
পূজয়ন্ স্বর্গমাপ্নোতি নিত্যমুৎসববৃত্তিষু ॥

এই নিষ্করুণ রাক্ষসিগণের মধ্যে কাহারও জামাতার কোন রূপ দুশ্চিকিৎস্য কঠিন পীড়া উপস্থিত হইলে, উহারা তাহার

অর্থাৎ—পিতা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদির সহিত সমাদর পূর্ব্বক দান এবং পবিত্র উৎসবকার্য্য করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন।

সুচিকিৎসা করা দূরে থাকুক, প্রাণান্তেও একবার তাহার দিকে নেত্রপাত করে না; বরং দেবাদিদেব ভবানীপতির গোময় শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া জামাতার মৃত্যু-কামনাই করিতে থাকে। কিন্তু নিজ দুহিতার পাদ-মূলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে, আকাশ ভাঙ্গিয়া অথবা অষ্ট বজ্র একত্র হইয়া মস্তকে নিপতিত হইয়াছে, মনে করিতে থাকে। বস্তুতঃ তখনই তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত হয়—চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে থাকে—কর্ণ বধির হয়—নির্ব্বাত, নিশ্চল, নিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকে—বোধ হয় যেন, তাহাদিগের অন্তিমদশা সমাগত। বৎস! বল দেখি, এরূপ নীচাশয়া স্ত্রীলোক কি আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায়? যে জামাতা কন্যার ঐহিক পারত্রিক সকল সুখের নিদান—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সকল ফলের প্রসবিতা—স্বর্গ ও অপবর্গলাভের একমাত্র উপায়,—সেই জামাতার অত্যাহিত ঘটনায় অথবা দুরূহ প্রবল ব্যাধির আক্রমণেও, যাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না, তাহারা কি মনুষ্য নামের যোগ্য পাত্র? হায়! এই পাপীয়সিগণ কি উপাদানে গঠিত, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! দেব দেব জগৎপতে! আমার সন্তানগণের মধ্যে যে কয়েকটী ঘরে এই দুর্নিবার অত্যাহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই কয়েকটী ঘরের নিপাত করুন! পাপীয়সি রাক্ষসিগণকে অন্তরিত করিয়া, আমার সন্তানগণকে দুর্দ্দান্ত রাহুগ্রাস হইতে নিস্তার করুন! দেব! এ পাপাচার আর সহ্য হয় না! কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রীকে যোগ্যবরে অর্পণ করিয়া চিরদিন ঘরে রাখিব—জামাতার উপার্জ্জিত অর্থে পাপ উদর পোষণ করিব—অথচ, জামাতার দুর্দ্দৈব সঙ্ঘটিত হইলে, চক্ষে দর্শন করিব না—

একটী পয়সার সাহায্য করিয়া, এমন কি, জামাতার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া, জামাতার নেত্র নীর নিবারণ করিব না—পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অনাথাশ্রমে পাঠাইতেও লজ্জা বোধ করিব না—দেব দেব! তোমার অশনি কি ইহাদিগের পাপ মুণ্ড নিপাতের জন্য সৃষ্টি হয় নাই? ভালই, যদি কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রীকে যোগ্যবরে অর্পণ করিয়াও চিরদিন ঘরে রাখিব—জামাতার কোনও সংস্রবে থাকিতে দিব না—এই বাসনা থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন না করিলেই ত ভাল হইত! অথবা যদি বিবাহ দিয়া, "আইবুড়" নাম ঘুচাইয়া লওয়া অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের সহিত বিবাহ না দিয়া, বৃক্ষ বা অস্ত্র বিশেষের সহিত বিবাহ দিলেই চলিত! সেরূপ করিলে ত কতকগুলি নিরীহ ভদ্রসন্তান অকারণ ক্লেশানলে দগ্ধ হইত না!—তাহা হইলে ত তাহাদিগের শোকপূর্ণ জীবন-নাট্য দুঃখ কালিমায় কলুষিত হইয়া এই রূপে অভিনীত হইত না!

বৎস! শুদ্ধ পরপুরুষ সঙ্গার্থিনী হইলে অথবা পরপুরুষের সহবাস লাভ করিলেই, স্ত্রীলোক মহাপাতকিনী হয় না। স্ত্রীজাতি অনেক প্রকারে মহাপাতকিনী হইয়া থাকে;—অনেক দিক দেখিয়া চলিলে, স্ত্রীজাতি আপনাদিগের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। শাস্ত্রকার মনু লিখিয়াছেন:—

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহবাসো নারীণাং দূষণানি ষট্॥"

অর্থাৎ—"মদ্যপান, দুর্জ্জনের সহবাস, পতির বিরহ, অকারণ

ভ্রমণ, স্বপ্ন বা অকারণ নিদ্রা, ও পরগৃহে বাস, স্ত্রীগণের পক্ষে মহাদোষ। এই ছয়টী দোষ স্ত্রীজাতির জাতীয় জীবনের "মহাকলঙ্ক" বা "মহাপাতক" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে কুলাঙ্গনাগণ এই ছয় প্রকার দোষ হইতে আপনাদিগের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে না পারে, তাহারাই ব্যভিচারিণিগণের ন্যায় কুলকলঙ্কিনী মহাপাতকিনী বলিয়া গণ্যা হয়! এই ছয়টী দোষের সংস্পর্শ হইলেই, হিন্দু ধর্ম্মমতে স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং সেই স্ত্রী, সমাজে নিন্দিতা ও সমাজ হইতে নিষ্কাশিতা হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্ত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত ষড়বিধ সমাজবিপ্লবকারী মহানিষ্টকর পাশব কলঙ্ক হইতে আপনাদিগের চরিত্র পূতসলিলা ভাগিরথীর ন্যায় পবিত্রা রাখিতে সমর্থা হয়, সেই স্ত্রীগণই জগতিতলে ধন্যা—সেই স্ত্রীগণই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অলক্ষিতভাবে থাকিয়া, ধরণীর পাপ ভার দগ্ধ করিয়া থাকেন! বৎস! হিন্দুসমাজ স্ত্রীজাতির উপর এতদূর সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন বলিয়াই—স্ত্রীজাতির উপর এইরূপ বিপুল স্বর্গীয় সম্ভ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই, এই অধঃপতিত ভারতবর্ষ হইতে আজিও হিন্দুজাতির নাম লোপ হয় নাই—আজিও হিন্দুসমাজ যুগযুগান্তরের মহাপ্রলয় বক্ষে ধারণ করিয়া অচল অটল হিমগিরির ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আজিও বালবিধবা ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই চির ব্রহ্মচর্য্যা অবলম্বন করিয়া স্বামীর পদাঙ্ক স্মরণ করিতে করিতে দ্বিসপ্ততিবর্ষ বয়সেও চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিতেছে—এবং আজিও শত শত ফুল্ল কোকনদ প্রত্যেক হিন্দুগৃহীর দীন কুটীরে বিমল মকরন্দ বিতরণ করিয়া শোণিতসম্বন্ধে

সম্বন্ধমাত্র ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী পরিবৃত হইয়া প্রত্যেক গৃহে বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন এবং প্রকৃত গৃহিণিগণ জয়া বিজয়ার ন্যায়, তাঁহাদিগেরই পদসেবা করিয়া স্ব স্ব বাসভবন অমর নিকেতনে পরিণত করিতেছেন।"

কিন্তু এই বর্ত্তমান হিন্দুনারীকুল সেই পরম পবিত্র স্বর্গীয় অনুশাসন বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, প্রত্যেক সংসার কি জঘন্য পাপের আধার করিয়া তুলিয়াছে!—যে শান্তি হিন্দুর দীনকুটীরের পরম গৌরব, সেই বিমল শান্তি এককালে চলিয়া গিয়াছে! এমন দিন নাই,—যে দিনে এই পাপিনিগণের বিবাদ বিসম্বাদ সংঘটিত হয় না!—এমন স্থান নাই,—যে স্থানে গিয়া এই কুলকলঙ্কিনিগণের নিন্দা, কুৎসা ও গ্লানি শুনিয়া, কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিতে না হয়!—এমন প্রতিবাসী নাই,—যে ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও, ইহাদিগের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়! ইহার উপর আবার, পাপিনিকুল কন্যাগণকে যে জঘন্য পথ প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে সেই কন্যাদিগকে কুলকলঙ্কিনী মহাপাতকিনী ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। বৎস! আমি প্রমাণ স্বরূপে এই স্থানে কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ—পতির সহিত বিচ্ছেদ সংঘটন করাই বর্ষীয়সী পাপিনিগণের একান্ত উদ্দেশ্য! এই পুস্তকের সবিস্তার বর্ণনে পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—দেশভ্রমণও এই পাপিনিকুলের সদাব্রত।

যখন পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গিনিগণ প্রকাশ্য মেলা মহোৎসবে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তখন দেশ ভ্রমণের আর কি অবশেষ থাকে ?

তৃতীয়তঃ—পরগৃহে বাসও এই কন্যাগণের আজীবন সংঘটিত হইয়া থাকে। যখন কন্যাগণ পতিগৃহ হইতে নিষ্কাশিতা হয়, তখন লক্ষপতি পিতার গৃহে বাস করিয়াও, অবলা পরগৃহবাসিনী—অরক্ষিতা !

চতুর্থতঃ—দুর্জ্জন সংসর্গও এই কন্যাগণের বিধি ব্যবস্থিত ! যখন সেই দুরাচার পাপিনিকুল, সেই সেই কন্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী—আহার, বিহার, শয়ন উপবেশনের শিক্ষয়িত্রী—প্রতি পদক্ষেপেই উহাদিগের অনুবর্ত্তনকারিণী,—তখন উহারা সৎ-সংসর্গ কোথায় পাইবে ? ভূমিষ্ঠ হইয়াই উহারা যে নরক সন্দর্শন করিয়াছে, সেই নরক ভিন্ন উহাদিগের আর অন্য গতি কি ?

পঞ্চমতঃ—স্বপ্ন অর্থাৎ বৃথা নিদ্রাও এই কিশোরি কন্যাগণের নিতান্ত অল্প নহে। কন্যা কিশোরী হউক বা তরুণী হউক, শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া, পিতৃগৃহে বাস করিবার সময় বিশেষ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং প্রতিবাসিগণের গৃহে যথেচ্ছ ভ্রমণ ও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেও ত্রুটি করে না। সেই সময়ে কেহ বা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, কেহ বা যথায় তথায় নিদ্রা গিয়া, কালক্ষেপ করে। সুতরাং বৃথা নিদ্রাও সেই সময়ে ইহাদের এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া আইসে।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুনারী পূর্ব্বোক্ত ছয়টী দোষের মধ্যে দুই একটী দোষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, ব্যভিচারিণিগণের ন্যায় মহাপাতকিনী বলিয়া সমাজে নিন্দিতা হয়। কিন্তু বৎস ! আজি কালি একটী নারী পাঁচটী বীভৎস পাশব পাপের আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াও, সমাজমধ্যে অনায়াসে স্থান পাইতেছে! শুদ্ধ আজি হিন্দু সমাজ সর্ব্বাবয়বে শিথিল হইয়া আসিয়াছে—ইহার সকল বন্ধন এক কালে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে—সেই জন্যই, বৎস! এই পাপকীট সমাজমধ্যে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছে। নতুবা আজি দিগঙ্গনাকুল মহাতাণ্ডবে দেশ মাতাইয়া, এই পাপিনিগণের রক্ত শোষণ করিয়া খাইতেন, এবং সমাজস্তর হইতে, প্রত্যেক পাপিনীকে বাছিয়া লইয়া, ঘোর যাতনাময় সন্দংশ নরকে চিরজীবনের জন্য নিক্ষেপ করিতেন। এই কুলকলঙ্কিনিগণকে কখনই সমাজ মধ্যে অবস্থিতি করিতে দিতেন না!

কিন্তু বৎস! আমি এই কন্যাগণকে একদিনের জন্যও দোষী-করিতে পারি না। ইহারা কদাপি স্ব ইচ্ছায় প্রকৃতির বিকৃতি সাধন করে না। ইহাদিগের মধ্যে হয়ত অনেকেই মনোমত স্বামী লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্টা হয়—স্বামীর নব সহবাস প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গসুখ লাভ করিয়া থাকে;—অনতিদীর্ঘ সরোবক্ষে সুমন্দ মারুত-তরঙ্গ সঞ্চালিত হইলে, যেমন অবিশাল বীচিমালা সমুদ্ভূত হইয়া সরসীবক্ষঃ আন্দোলিত করে, তেমনই কিশোরিগণের তরুণ হৃৎ-সরসে যৌবনের সুখদ হিল্লোল উত্থিত হইয়া, এই তরুণিগণকেও ব্যাকুল করিয়া থাকে। বস্তুতঃ পতিপ্রেম সঞ্চারকালে কিশোরীর অন্তরে যে রমণীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, এই তরুণী কন্যাগণে তাহার কিছুরই অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বিষমুখী পাপিনিগণের পাপ উপদেশ সকল যতই উহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিঁধিতে থাকে, ততই উহারা কাল উৎসন্নের দিকে অগ্রসর

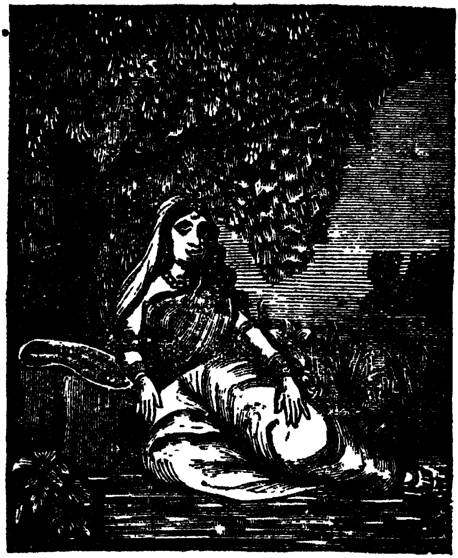

হয় এবং পতিকে বিষনয়নে দেখিতে থাকে। বলিতে কি, তখন তরুণী কন্যাগণের হৃদয়ে পতি-প্রেমাভিলাষ প্রবল থাকিলেও, পতির বিরহানলে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি ভস্মীভূত হইয়া, হৃদয় মহাদুঃখ ভাবাক্রান্ত হইলেও পতিবিরহে অশোকবাসিনী সীতাদেবীর সমদশা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা ভীমা ভৈরবিগণের ভয়ে পতির কথা মুখে আনিতেও ভীতা হয়।

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, ইহাই স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে। প্রকৃতির গতিরোধ করিয়া, বৎস! বল দেখি, কে কোথায়

অবস্থিতি করিতে পারে?—ভগবান্ মরীচিমালী পূর্ব্বাশা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পশ্চিমগগণে উদিত হইয়া থাকেন? বারিস্রোত নিম্নাভিমুখ না হইয়া কোথায় গগনাভিমুখে ধাবিত হয়?—ভগবান্ নিশানাথকে উদিত হইতে দেখিয়া; কুমুদিনী কবে মুদিত হইয়া থাকে?—সেইরূপ স্ত্রীজাতি পতির অনুবর্ত্তিনী না হইয়া কোথায় অপরের দাসীত্বে নিয়োজিতা হয়? লতা কালপ্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই বৃক্ষকে আশ্রয় করিবে। কিন্তু সেই লতাকে যদি কেহ বিপথগামিনী করিয়া দেয়, তাহা হইলে বৎস! বল দেখি, লতার অপরাধ কি? যে তাহাকে বিপথগামিনী করিয়াছে, অবশ্য সেইই নিন্দনীয়। সেই জন্য বৎস! আমি এই কন্যাগণকে এক মুহূর্ত্তের জন্য দোষভাগিনী করিতে পারি না। প্রত্যুত, সেই পাপিনিগণকে শত ধিক্কারে ধিক্কৃত করিতেছি; তাহারাই উহাদিগকে বিপথগামিনী ও মহাপাতকিনী করিয়া থাকে।

শারীরিক অবস্থা দেখিলেও, সেই কন্যাগণকে কখনই নিন্দা করিতে পারা যায় না। কালপ্রাপ্ত হইয়াও, উহারা যে দাসিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিতৃভবনে অবস্থিতি করে, ইহা তাহাদিগেরও বাঞ্ছনীয় নহে। যে দিন কন্যাগণ স্বামী সহবাস হইতে বিচ্যুত হয়, সেই দিনই ইহাদিগের মর্ম্মাস্থি চূর্ণ হইয়া যায়;—সেই দিন হইতেই, ইহারা দিন দিন কৃশা, মলিনা ও বিশুষ্কা হইতে থাকে। যে অর্দ্ধস্ফুটিত কমলকোরক বিকশিত হইয়া, একদিন বিমল গন্ধে দিগন্ত আমোদিত করিবে বলিয়া, উদ্যানস্বামীর হৃদয় জীবন্ত আশায় আশ্বাসিত করিয়াছিল, তাহাই তখন সরসীর শৈবালজড়িত

আবর্জ্জনারূপে পরিগণিত হইয়া, সরসীর তটপ্রান্তে সমানীত হইয়া থাকে! তখন যোড়শী গৃহছাদ, উদ্যানপ্রান্ত, নিভৃত পাদপতল আশ্রয় করিয়া, দরবিগলিত অশ্রুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করিতে থাকে। কিন্তু হায়! এই হতভাগিনি কন্যাগণ কি করিবে? এক দিকে প্রমত্ত যৌবনের পূর্ব্বরাগ, অপরদিকে পাপিনিগণের দুরন্ত শাসন;—ইহার উপর আবার, সম্ভ্রান্ত গৃহীর কুলপিঞ্জরের বদ্ধপক্ষ বিহঙ্গিনী! সুতরাং প্রাণপাত করিয়াও, প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়া রাখে;—প্রাণান্ত হইলেও, সে কথা দ্বিতীয় কর্ণে প্রবেশ করিতে দেয় না। পরিশেষে আপনাদিগের প্রাক্তন-প্রদর্শিত পথ দেখিয়া লয়—বিপথগামিনী না হইয়াও—পরপুরুষের সঙ্গলাভ না করিয়াও—কুলনাশিনী মহাপাতকিনী রূপে পরিগণিত হয় এবং সমাজ-পাংশুলাগণের বিমলানন্দ বর্দ্ধন করে।

ইহার উপর আবার আধুনিক হিন্দু মহিলাগণ এরূপ ভূষণপ্রিয়া যে, সেরূপ আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূষণ-প্রিয়তা স্ত্রীজাতির নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং আমি তজ্জন্য ইহাদিগকে দোষভাগিনী করিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, এতৎ সম্বন্ধে ইহাদিগের আর একটি দোষ অত্যন্ত প্রবল। সেই দোষের জন্যই, বৎস! আমি অহর্নিশ মর্ম্মান্তিক যাতনা উপভোগ করিতেছি। এই লুব্ধপ্রকৃতি দুর্ব্বৃত্তাগণ পিত্রালয়ে ভূষণদাম প্রাপ্ত হয় না। নব-পরিণীত স্বামীর সর্ব্বস্বান্ত করিয়াই হউক, অথবা তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থেই হউক, তাহারা সেই অলঙ্কার রাশি সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু উহারা এতাদৃশী নীচাশয়া যে, পাছে স্বামী সেই অলঙ্কারের অপচয় করেন,

অথবা উহা হস্তগত করিয়া পুনরায় প্রত্যর্পণ না করেন, এই ভয়ে একখানি অলঙ্কার প্রাণান্তেও **স্বামীর** হস্তে প্রদান করে না। ঘটনাক্রমে যদি কোন অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া যায়; অথবা কালক্রমে ছোট হইয়া আইসে; কিম্বা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়াইবার বা কোনও জীর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হয়; তাহা হইলে পিতৃকুলের কোনও আত্মীয় অথবা কোনও প্রতিবেশী দ্বারা সেই প্রিয় কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। কিন্তু যদি উভয়েরই অভাব হয়, তাহা হইলে তাহারা উহা অগত্যা স্বামী-হস্তে প্রদান করে এবং যতক্ষণ উহা পুনঃ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ হস্তে প্রাণ লইয়া বসিয়া থাকে—চিন্তাজ্বরে হৃদয় ব্যথিত করিতে থাকে—উত্তমরূপে অন্নজলও গ্রহণ করে না—অপিচ দেবতাদিগের উদ্দেশে হরির লুট, নারায়ণের কাঁচা গোল্লা, প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক করিতে থাকে। পরিশেষে, সেই-গুলি হস্তগত হইলে পুনরায় সুস্থির হয়।

যদি কাহারও স্বামী বা জামাতা কোনও প্রকারে ঋণ ভারাক্রান্ত হয় এবং নিতান্ত অসঙ্গতি-নিবন্ধন সেই ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে এই পামরিগণ দুইটা টাকা প্রদান করিয়াও তাহার সাহায্য করে না। সাহায্য করা দূরে থাকুক, যখন উত্তমর্ণ ডিক্রীজারি করিয়া, টাকার পরিবর্ত্তে হতভাগ্যের দেহ আক্রমণ করিয়া বসে, তখন দুর্ভাগ্যের অদৃষ্টে যে কি নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। অঙ্কলক্ষ্মীর অঙ্গযষ্টি সহস্র মুদ্রার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত থাকিতেও, দুর্ভাগ্যকে ইতর লোকের ন্যায় কারাগৃহের শরণ লইতে হয়। সেই দুরপনেয়

দুর্দ্দশার সময়েও পত্নী অথবা তদীয় গর্ভ্তধারিণী দুর্ভাগ্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও কৃপাবারি প্রদর্শন করে না; পরন্তু সেই বর্ষীয়সী রাক্ষসী এই গুরূপদেশ প্রদান করিতে থাকে যে, "বাবা! তোমার এই সামান্য দেনার জন্য গহনা নষ্ট করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। একখানি জিনিস নষ্ট হইলে পুনরায় তাহা প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। তোমার এ নিতান্ত সামান্য দেনা; ইহার জন্য অবশ্য তোমাকে অতি সামান্য দিন মাত্র কারালয়ে থাকিতে হইবে; বিশেষতঃ ইহা ফৌজদারী দণ্ডাজ্ঞা নহে—সামান্য দেওয়ানী মোকদ্দমা মাত্র। ইহাতে কোন পরিশ্রম করিতে হইবে না। বায়ুসেবন বা প্রবাসগমনের ন্যায় কয় দিনমাত্র বেড়াইয়া আসা বলিলেও হয়। ধরিতে গেলে, এবাটীতে ও কারাগারে তোমার কিছুই প্রভেদ নাই। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে তোমার মানাপমান বা অভিমান না করিয়া সহজেই যাওয়া উচিত। "বাবা! তুমি ত তুমি,—তোমার অপেক্ষা কত বড় বড় লোকও ইহাতে মানাপমান জ্ঞান না করিয়া, দেনার দায় হইতে মুক্ত হইয়া আইসে। আমি তোমার গুরুতর লোক; আমার এই কথাটী রাখিয়া দেখ, তোমার কত ভাল হইবে। বাবা! এই কথাটী খুব মনে রাখিও যে,—পরিবারের সংস্থান কখনও নষ্ট করিতে নাই।" পরিণামে সেই হতভাগ্যকে অগত্যা কারাগৃহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

বৎস! পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, জামাতার কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইলে এই রাক্ষসিগণ একবার কটাক্ষপাত করিতেও ইচ্ছা করে না। বৎস! কারণ অনুসন্ধান করিলে

দেখিতে পাইবে, একদিকে অর্থলালসা এবং অপর দিকে ভূষণপ্রিয়তা ও সঞ্চয়নাশভয়ই এই পাপিয়সিগণের হৃদয় লৌহ বা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ যে কারণেই হউক, ইহাদিগের কঠিন হৃদয়ের কথা স্মরণ করিলেও, হৃদয় চমকিত ও গাত্র লোমাঞ্চ হয়। সে দিন একটি ভীষণ শোকাবহ ঘটনা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছি। সেই লোমহর্ষণ বীভৎস কাণ্ড স্মৃতিপথে উদিত হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়;—যেন সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা এককালে অনুভূত হইতে থাকে;—বোধ হয় যেন, এ পাপ সংসারে এই পাপিয়সিগণ আছে বলিয়াই, ইহ সংসার পাপময় ও কলির অধিকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কয়েক দিবস অতীত হইল, দেখিলাম, কোন হতভাগ্য জামাতা এক দুশ্চিৎস্য রোগাক্রান্ত হয়। হতভাগ্যের হস্তে যে কিছু অর্থ ছিল, পীড়ার তরুণ অবস্থাতেই তাহা নিঃশেষিত হয়। কিন্তু হতভাগ্য তাহাতেও রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। অপিচ ক্রমশঃ জীর্ণ ও নিঃসম্বল হইয়া পড়ে। পরিশেষে এরূপ হীন দশাপন্ন হয় যে, অর্থাভাবে আর তাহার চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে না। বিষম বিপদাপন্ন হইয়া হতভাগ্য কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীর পদতলে পতিত হয় এবং কাতর তরলকণ্ঠে স্ত্রীর নিকট কিছু অর্থ প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ তৎকালে হতভাগ্য দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত ও নিঃসম্বল হইয়া যেরূপ দুরপনেয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহাতে তৎকালে তাহাকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর অদেয়, কিছুই ছিল না। কিন্তু পামরী স্ত্রীর হস্তে স্বামিদত্ত সহস্র মুদ্রার অলঙ্কার রাশি

থাকিতেও, মন্দভাগিনী পত্নী পতির শুশ্রূষার নিমিত্ত এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই। সুতরাং দুর্ভাগা কতিপয় অবস্থাপন্ন আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া আনাইয়া, কয়েক দিন মাত্র জীবিত থাকে। পরিশেষে সর্ব্ববিপদ্বারণ সর্ব্বদুঃখহর কালের প্রশান্ত ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রিয়তমার প্রণয়বন্ধন ছেদন করে এবং চিরদিনের জন্য ইহসংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রেয়সীর হৃদয়পটে হেমাক্ষরে লিখিয়া যায়—

প্রণয়ের হার অই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে,
পতিত শ্মশানে রবে ছিন্ন রজ্জুপ্রায়,
মিলন জ্বলন্ত আশা না রবে হৃদয়ে,
ঝরিবে না নেত্রনীর বিরহ জ্বালায়।

হায় বৎস! এই সমস্ত স্ত্রীলোকের হৃদয় কি কঠিন! ইহাদিগের স্বভাব কি নিষ্ঠুর! ইহাদিগের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি কি জঘন্য পশূচিত! দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে কোমল বৃত্তি গুলির জন্য স্ত্রীজাতি দেবীরূপে জগত সংসারে পূজিতা, সেই বৃত্তি গুলির নাম মাত্রও ইহাদিগের হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। বৎস! ইহারা যে কি উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা সেই দেবদেব বিশ্বনাথ ভিন্ন আর কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই। প্রৌঢ়িজন সুলভ অর্থ লালসায় অথবা কন্যা প্রৌত্রী দৌহিত্রীর সংস্থান উদ্দেশে বয়োবৃদ্ধা পাপিনিকুল যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু বিধাতঃ! ভার্য্যা যাহার পতি ভিন্ন সংসারে আর গতি নাই—যাহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী

প্রভৃতি সমস্ত পরিজনের স্নেহবন্ধন এক পতিরূপ রুক্ষ তন্তর তীক্ষ্ণধারে খণ্ডীকৃত হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হয়—যাহার পতি-সঙ্গ-লিপ্সা মনোমধ্যে উদিত না হইতে হইতেই আত্মবিস্মৃতি এবং তৎপরে পতিরূপ মহাসাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন সমাহিত হয়—যাহার ধন, জন, জীবন, যৌবন প্রভৃতি সমস্তই এক পতিরূপ জীর্ণতরণী ভিন্ন অন্য কোনও অবলম্বন দ্বারা ঘোর ঝঞ্ঝাবায়ু পরিপ্লুত দুস্তর সংসার, সমুদ্রের উত্তাল বীচিমালা অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সেই ভার্য্যাই বা কি বলিয়া পতির মমতায় বিসর্জ্জন দেয়? সেই অধমতারণ পতিত-পাবন ভিন্ন এ ভীষণ রহস্যের মর্ম্ম আর কাহারই উদ্ঘাটন করিবার ক্ষমতা নাই।

বৎস! হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই পতিহীনা অনাথিনীগণের জন্য যে অমৃতের মানস-সরোবর খনন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি তাহারা একবার মোহ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখে না?—তাহা হইলে ত তাহাদের সেই দুর্ব্বিনীত ব্যবহার—জামাতার রক্তমোক্ষণ করিয়া উদরান্নের সংস্থান কামনা—কন্যার বসন ভূষণের জন্য অস্বাভাবিক লোভ—জামাতার জীবনের প্রতি অপৌরুষেয় নির্ম্মমতা এবং কন্যাকে জামাতার সহবাসিনী না করিয়া, নিজালয়ে বদ্ধ রাখিবার অযৌক্তিক বাসনা—একদিনের জন্য মনে স্থানলাভ করিতে পারিত না! বৎস! হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্য-রাহুর উদয়ে হিন্দুজাতির অদৃষ্টচক্রই বিকলিত হইয়াছে! কিন্তু সহস্র সহস্র দিক্‌পাল ইহার বিভিন্ন সমাজ-চত্বরে যে সকল অমূল্য হীরকখনির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল ত আজিও বিলুপ্ত হয়

নাই!—আজিও ত তাহারা বিমল জ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া সুদূর সাগর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত করিতেছে!—এখনও ত তাহাদের এক একটী কণিকা প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে দেদীপ্যমান রহিয়াছে! তবে কেন হিন্দুসমাজ এমন করিয়া অধঃপাতে যাইতেছে! বনস্থলী আলোকিত ও আশ্রমতরু উদ্ভাসিত করিয়া, সে দিন সুগভীর অরণ্যানী হইতে যে গগনভেদী রব উত্থিত হইয়া, সকলের কর্ণে কর্ণে বলিয়াছিল—

বৈধব্যসদৃশং দুঃখং স্ত্রীণামন্যৎ ন বিদ্যতে।
ধন্যা সা যোষিতাং মধ্যে ভর্ত্র্যগ্রে ম্রিয়তে যা।

অর্থাৎ—স্ত্রী জাতির বৈধব্য দুঃখের ন্যায় দুঃখ আর কিছুই নাই! সেই জন্যে, যে নারী পতির সম্মুখে মৃত্যুমুখ সন্দর্শন করে, স্ত্রীজাতির মধ্যে সেইই ধন্যা।

তাহা ত এখনও বিলুপ্ত হয় নাই! তবে কেন পাপিনিগণ জামাতাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়াও, জামাতার রোগমুক্তির উপায় অবধারণ করে না? জামাতার মৃত্যু হইলে বল্ দেখি, চণ্ডালিনিগণ! তোদের কন্যাগণ কি সুখে সুখিনী হইবে? অবশ্য তোরা সেই কন্যাগণকে দশ মাস দশ দিন গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিস্—আপনারা না খাইয়াও তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়াছিস্—তাহাদের এক দণ্ডের ব্যাধিবিপদে অবশ্য ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিয়াছিস্,—অবশ্য তাহাদের অপগণ্ড শিশুকালের অর্দ্ধেক বিষ্ঠা মূত্র হয় ত তোদের উদরসাৎ হইয়াছে,—প্রসূত সময় হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত সেই সেই কন্যাকে বহুমূল্য বসনা-

ভরণে মনোজ্ঞ "রাসগাছ" করিয়া রাখিতেও ত্রুটি করিস্ নাই,-কিন্তু রে পামরিকুল! বল্ দেখি, জামাতার সহবাসে সেই সেই কন্যা যে সুখে সুখিনী হয়, তোদের শতবর্ষের যত্নায়াসেও কি সে সুখ সমুদ্ভূত হইতে পারে? কখনই না। তোরা ভাবিতেছিস্, এত দিন খাওয়াইয়া পরাইয়া যে সুবর্ণলতিকাটী পরম যত্নে লালন করিলাম,—ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত যে লতিকার মূলে নিয়ত জল সেচন করিয়া আসিলাম, আজি সেই স্বর্ণলতিকা কাহার করে অর্পণ করিব?—কি করিয়া বুক বাঁধিয়া আমার সোণার প্রতিমা পরের হাতে তুলিয়া দিব?—পাপিনিকুল! তোরা যা করিয়াছিস্ সমস্তই বিধিব্যবস্থিত!-তোরা তাহাই করিবি বলিয়া সেই সেই কন্যাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলি!-নিজের কর্ত্তব্য নিজে সাধন করিয়া এখন কাহাকে দোষভাগী করিতে চাস্? এখন যাহার জীবন মরণে কন্যার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, তাহাকে দেখ্! তাহার জীবন রক্ষা হইলেই, তোদের গৌরবের ধন, আশার প্রদীপ রক্ষা পাইবে! সে প্রদীপ নিবিলেই ত হতভাগিনিকুল! চির জীবনের জন্য তোদের কন্যার জীবন নিষ্ফল হইয়া যাইবে? তোরা কন্যাকে যা কিছু দিতেছিস্, সে সমস্তই পরিমিত—সে সমস্তই অনল্পলব্ধ; কিন্তু দেখ্, আজি তোর ঐ স্বর্ণলতিকায়, যদি তোর জামাতা একটী বিরূপ কোরক দেখিতে পায়, তাহা হইলে এখনই পাহাড় ভাঙ্গিবে—সাগর ছেঁচিবে—যমের মুখে গিয়াও অমূল্য মণিক্ষার কুড়াইয়া আনিবে। আনিয়া বিভোর দিশাহারা হইয়া তোদের স্বর্ণলতিকাটিকেই নিভৃতে বসিয়া সাজা-

ইয়া দিবে। তাই বলি, পাপিনিকুল! যা করিয়াছিস্—আর না। এখন হইতে কন্যাগণকে শিখাইয়া দে,—আপনারাও শিখিয়া রাখ্—

জীবিতং পতিহীনায়াঃ নিষ্ফলং চ ভবেদ্ধ্রুবম্।
দীনায়াঃ পতিহীনায়াঃ কিং নার্য্যা জীবিতে ফলম্॥
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য চ দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

অর্থাৎ—পতিহীনা নারীর জীবন নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে দুঃখিনী রমণী পতিহীনা, তাহার জীবনে প্রয়োজন কি? পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র ইহারা সকলেই পরিমিত দান করে, কিন্তু একমাত্র পতিই অপরিমিত দান করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন্ স্ত্রী না স্বীয় পতির পূজা করিবেন?

থাক্, ইহাতেও কাজ নাই!—পাপিনিকুল! তোদের নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি তোদের কন্যাগণকে শিখাইতে ইচ্ছা করে না? ভাল, তোদেরও ত মাতা পিতা ভ্রাতা আছে? তোরাও ত দশদিন পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গিয়া বাস করিয়া থাকিস্? কিন্তু বল্ দেখি, তোরা কি এক দিনের জন্যও সেখানে গিয়া সুস্থ হইয়া থাকিতে পাস্? এখন কি সেই পরমাদরের পিতৃগৃহ তোদের পক্ষে পরগৃহ বলিয়া বোধ হয় না? স্বামীগৃহে যেরূপ স্বাধীনভাবে নির্ম্মুক্ত হস্তে বিচরণ করিস্, পিতৃগৃহে—যেখানে মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়া ইহ সংসার দর্শন করিয়াছিস্,—সেই খানে গিয়া এক তিলার্দ্ধের জন্য সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিস্? যদি এখন সেই পরম

আদরের পিতৃগৃহ তোদের পক্ষে পরগৃহ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে কন্যাকে কি বলিয়া শ্বশুরালয় হইতে পৃথক্ রাখিতে বাসনা করিস্? পাপিনিগণ! স্বামীর এক দিনের মুক্ত হস্তের দান কি পিতার নিকট শতবর্ষেও প্রাপ্ত হইয়াছিস্? সামান্য দুই দিনের প্রবাসেই যখন এই অবস্থান্তর সংঘটিত হয়, তখন বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে, বল দেখি, কি লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে? পুত্রপৌত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত—ধনমানকুলশীল সকল দিকেই জাজ্বল্যমান—এবং বসন ভূষণ বিত্তসম্পদ সম্পন্ন হইয়াও, পতিবিরহে সেই দেবগৃহে তোদের এক দণ্ডের জন্যও থাকিতে ইচ্ছা হয় না কেন?—পতিবিহনে সেই সুখের সংসারেও কেন তোরা নরকযন্ত্রণা ভোগ করিস্?—বেশভূষা গন্ধমাল্য ও উত্তম শয্যা প্রাপ্ত হইয়াও, পতিবিরহে সেই সুখের অমরাবতীতেও কেন বীভৎস কারাগারের যমভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাস্? আবার কেনই বা তখন গগণ ফাটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে থাকিস্—

অপি বহু শতা নারী বহু পুত্রৈশ্চ সংযুতা।
শোচ্যা ভবতি সা নারী পতিহীনা তপস্বিনী॥
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্বিবিধৈ ভূষণৈরপি
বাসোভিঃ শয়নৈশ্চৈব বিধবা কিং করিষ্যতি॥

অর্থাৎ—নারী বহুতর পুত্র ও শত শত বন্ধু পরিবৃতা হইয়াও পতিহীনা হইলে শোচনীয়া হইয়া থাকেন। বিধবা গন্ধদ্রব্য, মাল্য, ধূপ, বিবিধ ভূষণ, শয্যা ও বসন সমূহ লইয়া কি

করিবে? পতিবিরহে বিধবার কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাই বলি, অভাগিনিকুল! যদি কন্যাকে সুখিনী করিতে চাস্, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে জামাতার মুখের দিকে অবলোকন কর্! যদি তোদের জামাতার সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তোদের কন্যাগণেরও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। তোরা যতই কন্যাকে সুখিনী করিবার চেষ্টা কর্ না কেন, কিছুতেই তাহাদিগকে প্রকৃত সুখিনী করিতে পারিবি না। ভাল, পাপিনিগণ! বল্ দেখি, যদি আজি তোদের সেই জামাতা তোদের অসদ্ব্যবহারে নিরাশ হইয়া দারান্তর গ্রহণ করে, অথবা বিপথে পদার্পণ করে, তাহা হইলে তোদের কন্যাগণের উপায় কি হইবে? তখন কি তোদের গৌরবের ধন এক কালে বিনষ্ট হইবে না? আশার দীপ কি এককালে নিবিয়া যাইবে না?—আজি জামাতৃদত্ত দুই খানি অলঙ্কার নষ্ট হইবার ভয়ে আকুল হইয়াছিস্, কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখ্, তোদের জামাতাই সেই অলঙ্কাররাশির মূল—সেইই সে সকলের দাতা—তাহার জীবনের নিকট সামান্য অলঙ্কাররাশি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর!—যদি আজি তাহার জীবন বহির্গত হয়, তাহা হইলে তোদের কন্যাগণের অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? জামাতা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তোদের কন্যাগণের জীবনও কি তোদের পক্ষে নিতান্ত ভারস্বরূপ হইয়া উঠিবে না? তোদের জামাতারূপ বিশাল বাপীবক্ষে কন্যারূপ ফুল্ল কোকনদ প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়াই, পাপিনিকুল! আজি দিগন্ত আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া রহিয়াছিস্; কিন্তু যে দিন এই প্রশস্ত সরোবর শুখাইয়া যাইবে—সেই দিন তোদেরও মহোচ্চ

গৌরবের ফুল্ল কোকনদ শুখাইয়া আসিবে। তখন তোরা সেই বিশুষ্ক কোকনদ আর দেখিতে চাহিবি না!—যতই যত্ন, যতই আদর, যতই আমোদের সামগ্রী হউক না কেন, সেই বিশুষ্ক ফুল্ল কোকনদ তখন আবর্জ্জনা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হইবে না। তখন ইহার সত্বাই তোদের নিকট নিতান্ত ভারস্বরূপ হইয়া উঠিবে। তখন ইহাকে দূর প্রান্তরে ফেলিয়া দিতে পারিলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করিবি। সেই জন্যই তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজগতের ভাগ্য চিন্তা করিতে করিতে অবলার ভারসীমা পর্য্যবেক্ষণ করাইবার জন্য, তুলাদণ্ডের একদিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সম্বলিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং অপর দিকে একমাত্র পতিকেই স্থাপিত করিয়া পতির ভারই অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্বর্গের মহোচ্চ সিংহাসন হইতে সমুচ্চ স্বরে জগতের প্রাণ উন্মাদ করিয়া বলিয়াছেন—

ন তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রী বর্ত্ততে রথঃ।
না পতিঃ সুখমাপ্নোতি নারী বন্ধু শতৈরপি॥
দরিদ্রো ব্যসনী বৃদ্ধো ব্যাধিতো বিকলস্তথা।
পতিতঃ কৃপণো বাপি স্ত্রীণাং ভর্ত্তা পরাগতিঃ॥
নাস্তি ভর্ত্তৃসমো বন্ধুর্নাস্তি ভর্ত্তৃসমা গতিঃ॥

অর্থাৎ—তন্ত্রহীন বীণা ও চক্রহীন রথ যেমন বিফল, সেইরূপ নারী পতিহীনা হইয়া শত শত বন্ধুজন লইয়া সুখ প্রাপ্ত হয় না। স্বামী দরিদ্রই হউক, ব্যসনাসক্তই হউক, বৃদ্ধই হউক, ব্যাধিগ্রস্তই হউক, বিকলই হউক, পতিতই

হউক অথবা কৃপণই হউক, স্বামীই পরম গতি। নারীগণের পতির সমান বন্ধু নাই—এবং পতির সমান গতি নাই।

ফলতঃ বৎস! শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে এরূপ স্বর্গীয় দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিলেও, আজি কালি এই পাপিনিকুল এরূপ ব্যবহার দুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পরিণয়ের পরে ইহাদিগের হস্ত হইতে অলঙ্কার রাশি ও পরিণীত ভার্য্যা উভয়ই এককালে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইয়া থাকে। বলিতে কি, আজি কালি অনেক জামাতার অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়াই উঠিতেছে না। এককালে না হউক, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য হতভাগ্যকে এ উভয় বিষয়েই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবে যাহার ভাগ্যদেবী নিতান্ত সুপ্রসন্ন—গ্রহগণ নিরতিশয় অনুকূল—অথবা যাহার রাশিচক্রে একাদশ বৃহস্পতির আবির্ভাব, সেই ব্যক্তিই শুদ্ধমাত্র সালঙ্কারা সহধর্ম্মিণীকে লইয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদিগের ভাগ্যগগনে দুঃখরাহুর অভ্যুদয় হয়, তাহারা প্রথমতঃ অতি কষ্টে, এমন কি, সময়ে সময়ে শ্বশুরকুলের অধিষ্ঠাত্রী পিশাচিগণের সহিত ভয়ানক গণ্ডগোল, এবং অলঙ্কারের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে নিজালয়ে আনয়ন করে। আবার কোন কোন দুর্ভাগা সুদুর্লভ ভার্য্যারত্ন লাভ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্বশ্রূকুলের পরিজনগণের সহিত বাক্‌যুদ্ধে কৃতকার্য্য না হইয়া, গ্রামস্থ ভদ্র মহোদয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করে। জানি না, অদৃষ্টে কি আছে? হয়ত পরিণীতা রমণীকে এই পাপিয়সীগণের মুখকবল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ভবিষ্যতে রাজদ্বারেরও আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা হউক, আবার

কোন কোন ভাগ্যধরকে হয়ত, স্ত্রী ও অলঙ্কার উভয় বিষয়েই বঞ্চিত হইতে হয় এবং সেই সেই কন্যাও বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভীষণ দিগম্বরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমারই মর্ম্মাস্থি ছেদন করিয়া থাকে। বলিতে কি, বৎস! সে দিন যে এক তুমুল লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহা শুনিলে শিরায় শিরায় রক্তস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়,—ক্ষোভে, ঘৃণায় ও লজ্জায় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, পাপপ্রাণ দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিতে ইচ্ছা হয়—মনে হয়, সর্ব্বংসহা ধরিত্রী দ্বিধা হউন,—এখনও আমার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, যাহাদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া আমি এখনও জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছি, আমি তাহাদিগকে লইয়াই ভূগর্ভে প্রবেশ করি—যেন আর সেই পাপিনিগণের মুখাবলোকন করিয়া দগ্ধপ্রাণ আরও পাপভারে পীড়িত করিতে না হয়!

ষষ্ঠ স্তবক।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো নব্রতং নাপ্যুপাসিতং।
পতিং শুশ্রূষ্যতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥*

বৎস! একদা কোন পাপিয়সী, কন্যার সহিত এক যোগ হইয়া জামাতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। মৌখিক সম্ভাষণে যতদূর হওয়া সম্ভব, প্রথমতঃ তাহার কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু ক্রমশঃই মাত্রা পরিবর্দ্ধিত হইল এবং পাপিনী পরিশেষে এতদূর কোপান্ধ হইয়া উঠিল যে, মৌখিক মধুর সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা জামাতার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। বৎস! বলিয়া রাখা আবশ্যক, একদিকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সুস্নিগ্ধ সম্মার্জ্জনী-বৃষ্টি, অন্যদিকে ভার্য্যার অজস্র সুধাবর্ষণ; অপর দিকে দুই তিনটি অপগণ্ড শিশুসন্তানের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, ইহার উপর আবার এই ভীষণ নাট্যের সংযোগস্থল শ্বশুরালয়। সুতরাং জামাতা যে এককালে স্তম্ভিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইবে,

---

* অর্থাৎ—স্ত্রীলোকের স্বামী বিনা যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত বা উপবাস নাই; কেবল পতি সেবা করিয়াই স্ত্রীলোক স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকে। পতিব্রতা পত্নী পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলেও, অকুমার ব্রহ্মচারিণীগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ তাহাই হইল; সুতরাং জামাতা অগত্যা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীমতীর শ্রীকরের সম্ভাষণ সহ্য করিল। কিন্তু পরিশেষে নিতান্ত গলায় গলায় হইয়া উঠিল; দারুণ জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। তখন আর সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু তখনও প্রহারের প্রতিভঙ্গ নাই। কাজেই নিতান্ত অস্থির ও নিরুপায় হইয়া শ্রীমতী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শ্রীঅঙ্গে এক বিষম দংশন লাগাইয়া দিল এবং তাহাতেই হতভাগ্য, সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পাইল।

বৎস! বল দেখি, এই সকল জঘন্য কাণ্ড দেখিয়া কাহার মনে না ধিক্কার জন্মে? যে শ্বশ্রূদেবী জননীর সমস্থানীয়া—যাহাকে সাধারণে মাতার ন্যায়—গুরুপত্নীর ন্যায়—আদর, যত্ন, ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে—জামাতাকে যাঁহার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষাও স্নেহ, যত্ন ও আদর করা কর্ত্তব্য, তাঁহারই কি এই বিসদৃশ ব্যবহার করা উচিত? এরূপ ঘটনা কি, বৎস! আর কখনও দেখিয়াছ? বৎস! বলিতে কি, এইরূপ ঘটনাচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়াই অনেকে বর্ত্তমান পত্নী পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু হায়! চক্ষের উপর এই সকল ঘটনা অহরহ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াও আমার মূঢ় পাষণ্ড সন্তানগণের চক্ষুরুন্মীলিত হয় না, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?

বৎস! আমি যে সরল হৃদয়ে তোমাদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিতেছি তাহাতে হয়ত, তোমরা মিথ্যা ভাবিয়া, আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছ না;

হয়ত ভাবিতেছ, সেই সেই বর্ষীয়সী রাক্ষসীর মস্তকোপরি উহাদিগের অভিভাবকগণ থাকিতে, উহারা কখনই এরূপ পাপবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে না। যখন তাহাদিগের উপর কেহ না কেহ দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা রহিয়াছে, তখন তাহারা কিরূপে এতদূর স্বেচ্ছাচারিণী হইবে?' বৎস! সত্য বটে, অবশ্যই আমার কোন না কোন সন্তান উহাদিগের অভিভাবক ও কর্ত্তারূপে নিযুক্ত থাকিয়া উহাদিগের ভরণ পোষণ ও গ্রাসাচ্ছাদন সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু আজি কালি কালের এমনই কুটিল প্রভাব—অধর্ম্মের এতই শূন্যগর্ব্ব দিগন্ত প্রতাপ—এবং কলির এমনই ভীষণ মাহাত্ম্য যে, আমার নিরীহ সন্তানগণ সেই সেই বয়োবৃদ্ধা রাক্ষসীর নিকট সর্ব্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত; যেন কি এক মোহিনী শক্তির প্রভাবে উহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার বৎসগণের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নাই। কি ছিটা ফোটা, কি শিকড়মাদুলী, কি তন্ত্র মন্ত্র, কি অন্য কোনও দ্রব্য গুণ, জানি না, কি জন্য বৎসগণ তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদাই নতশির ও বাগ্বিরহিত এবং তাহাদিগকে লইয়া সানন্দে, সরলচিত্তে, ও নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ফলতঃ বৎস! তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই, বোধ হয়, অতি শৈশবকালে বৃদ্ধা পিতামহী বা মাতামহীর মুখে শুনিয়া থাকিবে যে, কামরূপের স্ত্রীলোকেরা দিবাভাগে পুরুষগণকে ভেড়া করিয়া রাখে এবং রাত্রিকালে পুনরায় তাহাদিগকে মনুষ্য করিয়া নির্ব্বিঘ্নে হাস্য, পরিহাস, শয়ন, উপবেশন ও আহার বিহারাদি করিয়া একসঙ্গে সুখে নিশা যাপন করে। বৎস! আমার বর্ত্তমান সন্ততিগণ কাম-

রূপের উল্লিখিত স্ত্রীগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; বরং উহাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কারণ, কামরূপের স্ত্রীগণ পুরুষদিগকে শুদ্ধ দিবাভাগে ভেড়া ও রাত্রিকালে মনুষ্য করে, কিন্তু এই পাপিনিকুল আমার বর্ত্তমান সন্তানগণকে অহোরাত্র নরাকার ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উহাদিগের আরও কতকগুলি মহৎ মহৎ গুণ আছে। বৎস! বলিতে কি, এই পাপিনিগণ অন্ধের চক্ষু দান, মুকের বাক্যস্ফূর্ত্তি, দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিবা করিতে পারে—পূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইয়া থাকে এবং মৃতকে জীবিত ও জীবিতকে মৃত করে। এতদ্ভিন্ন, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটান ইহাদিগের অঙ্গের আভরণ। বিশেষতঃ উহারা এই শেষোক্ত কার্য্যে যেরূপ সুদক্ষ, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।"

বৎস! আপামর সাধারণ সকলেই অবগত আছে যে, নিষ্কর্ম্মা লোক ব্যতীত অপর কেহ পর-নিন্দায় পর-কুৎসায় প্রবৃত্ত হয় না। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন হইবামাত্র, গৃহিণিনাম ধারিণী এই বর্ষীয়সিগণ গৃহদ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া, কুঞ্চিকা বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে রক্ষা অথবা অঞ্চল প্রান্তে বদ্ধ করিয়া, প্রতিবেশী গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয় এবং অশেষ প্রকারে আত্মীয়তা করিতে থাকে। কিন্তু সেই আত্মীয়তায় যে ভীষণ হলাহল উৎপন্ন হইয়া, চিরদিনের শান্তি নষ্ট করিবে, তাহা তাহারা ক্ষণকালের জন্যও বিবেচনা করে না। বস্তুতঃ উহা তাহাদিগের আত্মীয়তা নহে। শান্তসংসারে অশান্তির

বীজবপন করাই, উহাদিগের একান্ত উদ্দেশ্য। তজ্জন্যই তাহারা একজনের সমক্ষে অপরের নানাবিধ কুৎসা গ্লানি করে, তাহাতে সেই ব্যক্তি যে সকল কটু কাটব্য প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত আবার পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তির কর্ণগোচর করাইয়া, তুমুল কোঁন্দল সমানয়ন করাইয়া দেয়। এইরূপে উভয়পক্ষে ভয়াবহ কলহ সঙ্ঘটন করাইয়া, আপনাদিগকে পরম সুখী জ্ঞান করে এবং যতই উহাদিগের কোন্দল বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে।

বৎস! সেই জন্যই আজি আপামর সাধারণ সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যে যদি তোমাদের বিবাহ করিয়া সুখী হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তোমরা সেই পাপিয়সিগণপরিবৃত, অঙ্গনাবলপ্রধান মদীয় সন্তানগণের গৃহে বিবাহ করিয়া, যষ্টিহীন অন্ধের ন্যায় গভীর কূপে নিমগ্ন হইও না!—যেন মুণ্ডিত-মস্তকে বিল্বফল আহরণ করিতে গিয়া মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিও না! কুসুমলতার প্রিয় অতিথি চপল মধুব্রত, পদ্মভ্রমে কেতকীপুষ্পের মধুপান করিতে গিয়া, পুষ্পরেণুতে অন্ধ ও কেতকী কণ্টকে ছিন্নপক্ষ হইয়া, যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, সেই সেই গৃহে বিবাহ করিলেও, সেইরূপ প্রাক্তনভাগী হইতে হইবে। আসন্ন মৃত্যু জানিতে না পারিয়া, পতঙ্গকুল যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দিয়া, প্রাণবিসর্জ্জন করে, সেইরূপ বিবাহের পরিণামফল অবগত না হইয়া, শুদ্ধমাত্র বিবাহের আপাতমনোরম সুখে আনন্দিত হইয়া, সেই সেই গৃহে বিবাহ করিলে, পতঙ্গ কুলেরই অদৃষ্টভাগী হইতে হইবে। তখন হৃদ্-হিমালয় ভেদ করিয়া, শোক-

রূপ গঙ্গা পবনবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে—কেহই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। তাই বলি, বিবাহ করিয়া সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, যদি কাহারও মনে এই অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তিনি যেন সে গৃহে বিবাহ না করেন। কেহ কেহ হয়ত, অন্যদীয় উপরোধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া, অথবা সুন্দরী ভার্য্যালাভের আশয়ে, অথবা সুখে স্বকীয় গ্রাসাচ্ছাদন ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার বাসনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকটেও আমার এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন এই পল্লিকুমারিগণের পাণিপীড়নকারী ভুক্তভোগী দুই এক ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এই ভীষণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। বলিতে কি, বৎস! বিবাদের সিংহাসন অপেক্ষা নির্ব্বিবাদের ভূমিশয্যাও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর! লোকে সহজ কথায় বলিয়া থাকে যে, দুষ্টা গাভী অপেক্ষা শূন্য গোগৃহও উৎকৃষ্ট!—আমারই অস্থি, মজ্জা ও রক্ত হইতে উহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং মুহূর্ত্তের জন্যও উহাদিগের কষ্ট উপস্থিত হইলে, আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্ব্বিনীতা পাপিয়সিগণের ব্যবহার দর্শন করিয়া আমার মনে এরূপ ধিক্কার জন্মিয়াছে যে, যদি কেহ নিঃসন্তান হইয়া, যাবজ্জীবন মনঃকষ্টে কালযাপন করে, তাহাও তাহার পক্ষে লক্ষাংশে শ্রেয়স্কর, তথাপি সেই ব্যক্তি যেন আমার সেই সেই সন্তানের কন্যা পৌত্রী প্রভৃতির পাণিপীড়ন না করে!—অথবা সেই ব্যক্তি অনূঢ়াবস্থায় যাবজ্জীবন অতিবাহিত করুক, তথাপি যেন সেই মিষ্টভাষিণী পাষাণহৃদয়া মানবরূপিণী রাক্ষসিগণের সুমিষ্ট চাটু-

বাক্যে মুগ্ধ হইয়া চিরদিন চিন্তা ও দুঃখের সহচর না হয়। সেই অবলাবলদর্পিত গৃহে সুখের আশা দূরে থাকুক, চিরদিন বিষম সন্তাপাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইবে। যতদিন প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুর সহিত মিশিয়া না যাইবে, ততদিন পরিত্রাণের কোনও উপায় থাকিবে না। বস্তুতঃ ব্যাধগণ যেমন তণ্ডুলকণা বিকীর্ণ করিয়া, পক্ষিবিনাশবাসনায় জাল পাতিয়া রাখে, এই দুর্ব্বৃত্তা রাক্ষসিকুলও সেই রূপ কন্যারূপ তণ্ডুলকণা বিকীর্ণ করিয়া, কুহকজাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে। যতদিন জামাতা কন্যা-রূপ তণ্ডুলকণার লোভে আসিয়া, সেই জালে পতিত না হয়, ততদিন এই পাপিনিগণের মনোভীষ্ট পূর্ণ হয় না। এই পাপিনী-গণের আবার দয়া মায়া বা লজ্জাভয়ের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। উহারা দুর্ন্নিবার লোকাপবাদকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। সুতরাং সামাজিক বন্ধন বা সমাজ শাসন ইহা-দিগের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বস্তুতঃ এই দুরন্ত রাক্ষসি-গণের জন্যই আমার স্বর্গনিন্দিত সুখের সমাজ পাপনরকের প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহাদিগের দোষেই আমার সোণার সংসার ছার খার হইয়া যাইতেছে এবং ইহারা দুর্দ্দর্শন পাপাচার ও সহস্র সহস্র ভীষণ কুপ্রথার বীজ আমার সুকোমল সমাজবক্ষে বপন করিয়া দিতেছে। এক সময়ে জাতীয় একতা ও সামাজিক সুশৃঙ্খলতা গুণে এই সমাজ কি অভাবনীয় উন্নতিলাভ করিয়া-ছিল! হায়! বিশ্বপতে! আজি সে দিন কোথায়! কালের করালগ্রাস! তোর্ দুর্নিবার বিকট দশন প্রহারে ত আমার হৃদয়ের শতস্থান বিভিন্ন হইয়াছে!—অন্তরের নিভৃতান্ত গূঢ়তম প্রদেশও ত তোর্ সুতীক্ষ্ণ দশনবেগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে

পারে নাই! কিন্তু পামর! বল্ দেখি, তুই কেন ইহাকে এক কালে জীর্ণও ধ্বংস করিতে পারিতেছিস্ না? তাহা হইলে ত, আমাকে অহরহ এই নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় জর্জ্জরিত হইতে হইত না? পূর্ব্বে যে সকল সদাশয় সাধু সন্তান সমাজের একমাত্র অধিপতি ছিল এবং যাহারা সর্ব্বক্ষণ সমাজ পরিচালন করিত, তাহারা সকলেই অনন্তধামের পথিক হইয়াছে। তাহাদিগের অধঃপাতেই আমার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদিগের বিরহে ব্যক্তিসাধারণ যেমন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছে, অবলাকুলও তেমনি প্রগল্‌ভা হইয়া, পুরুষ বশীকরণ শক্তিপ্রভাবে স্ত্রৈণ পুরুষগণকে মেষবৃত্তি অবলম্বন করাইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বতন সন্তানগণ সমাজস্থ যাবদীয় ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এক একটী প্রকাশ্য সভা স্থাপন করিত। সেই সভায় প্রত্যেক ব্যক্তির দোষাদির বিচার হইত। প্রথম সভা আহূত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন কাল পর্য্যন্ত যে যে ব্যক্তি যে যে দোষ বা পাপাচার সাধন করিত, প্রথমে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইত। তৎপরে যে ব্যক্তি দোষী স্থিরীকৃত হইত, তাহার উপর তদনুরূপ দণ্ড বিহিত হইত। পরে, অপরাধী তদনুসারে কার্য্য করিলে, তাহার দোষ মার্জ্জনা করা হইত। যদি কাহারও দোষ এককালে অমার্জ্জনীয় বোধ হইত, অথবা তাহার সংস্রবে সমাজ দুরপনেয় পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে, এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে এককালে সমাজ হইতে নিষ্কাশিত করা হইত। এইরূপে দোষাদোষের বিচার ও দণ্ড প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকাতে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সহসা কোনও পাপানুষ্ঠান করিতে সাহসী

হইত না। সুতরাং আমার সেই শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বতন সমাজ হইতে কদাপি শান্তিদেবীর তিরোধান দেখিতে পাইতাম না। অথচ আমার সমাজস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা তিলার্দ্ধের জন্যও কষ্ট বা অসুখ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিত না।

বহু যত্ন ও বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও, পূর্ব্বতন সন্তানগণ এই মহান্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। ইহাতে যে কি মঙ্গলফল প্রসব করিত, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বৎস! ইহাতে যেমন একদিকে শান্তির সুবিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত,—পুণ্যকার্য্য, পুণ্যানুষ্ঠান ও পুণ্যব্রতের অপার্থিব স্রোত চতুর্দ্দিকে তীব্রতেজে প্রবাহিত হইত—পাপাচার পাপানুষ্ঠান শিথিল হইয়া আসিত—শুদ্ধ আমার সন্তানগণেরও নহে, সমাজ শৃঙ্খলায় আমার সন্তানগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ মণ্ডলী এবং আশ্রিত জাতিসাধারণ পর্য্যন্ত একসূত্রে ব্যবস্থিত হইত; অন্যদিকে, তেমনই ব্রাহ্মণপ্রমুখবর্ণসম্বলিত সমাজের আবাল বৃদ্ধবনিতার সুখ সমৃদ্ধি অনুক্ষণ বৃদ্ধি পাইত, এবং উহা নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি বিকীরণ করিয়া অন্যান্য সমাজের আদর্শস্থান হইত। বস্তুতঃ তদানীন্তন সন্তানগণের এতদূর দূরদৃষ্টি ছিল যে, তাহারা মনে করিত, স্বজাতি বা স্বকীয় সমাজ মধ্যে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোনও সময়ে, কোনও স্থানে, কোনও প্রকার দূষণীয় কার্য্য সঙ্ঘটিত হইলে, ঘটনাক্রমে সেই দোষ কথন না কথন কোনও স্থলে উল্লিখিত হইবে। তখন সেই দোষ বা সেই পাপ ব্যক্তিগত না থাকিয়া, জাতিগত হইয়া দাঁড়াইবে এবং উহার জন্য ধনমানকুলশীলসম্পন্ন যাবদীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যবায়ভাগী, অবজ্ঞাত ও নতশির হইবেন। এদিকে,

নিষ্কলঙ্ক সমাজমুখও গভীর কলঙ্ককালিমায় কলুষিত হইবে। সেই জন্য যাহাতে সামাজস্থ কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোনপ্রকার দুষণীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয় এবং যাহাতে সমাজে সর্ব্বক্ষণ শান্তি বিরাজিত থাকে, সেই চিন্তাতেই আমার পূর্ব্বতন মুখ্য সন্তানগণ অহর্নিশ প্রবৃত্ত থাকিত।

বলিতে কি বৎস! পূর্ব্বতন হিন্দুগণের মধ্যে এইরূপ সমাজ শৃঙ্খলা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই প্রাচীন আর্য্য-সমাজ প্রাচীন আর্য্য-ভারতে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জ্ঞান ধর্ম্মে কেহই ইহাকে পরাভব করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্য-সমাজ, শাসনে পিতার ন্যায়; পোষণে মাতার ন্যায়; শিক্ষায় গুরুদেব তুল্য; দুঃখ বিপদে সহোদর স্বরূপ; এবং সুখ সম্পত্তিতে বন্ধুস্বরূপ ছিল। সেই জন্য ইহা একদিন সকলেরই প্রীতি, ভক্তি, সম্মান, ও গৌরবের আস্পদ হইয়াছিল। বৎস! সংক্ষেপে বলিতে কি, এই হিন্দুসমাজের প্রাচীনত্ব অসীম; ইহার আদর্শ অতি পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরীণ বল এত অধিক যে, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনও সমাজ উদ্ভূত হয় নাই, যাহা ইহার সহিত তিলার্দ্ধের জন্যও সমকক্ষ হইতে পারে। বৎস! ভাবিয়া দেখ, এই হিন্দুসমাজের উপর দিয়া কত যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়াছে, কতবার কত অগণ্য আততায়ী আসিয়া ইহার ভিত্তিস্থান হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত বিদ্রাবিত ও বিচলিত করিয়াছে—ইহারই আংশিক বিভব বিত্ত হরণ করিয়া কত অগণ্য সম্রাজ্যের সমুদ্ভব হইয়াছে;—কত প্রলয়ের পদাঙ্ক,—কালের কুটিলতা—বিজাতির বিসদৃশ নির্য্যাতন—ইহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট

হইয়াছে ;—কত নূতন নূতন সমাজ সংগঠিত হইয়া দুই দিনের মধ্যেই সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে,—এখনও হয়ত কোন সমাজ পুষ্টাঙ্গ ও পূর্ণকলেবর হয় নাই, তথাপি "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িতেছে ; কিন্তু এই হিন্দু সমাজ আজিও অবিচলিত রহিয়াছে—অনায়াসে, অক্লেশে, অব্যাহত চিত্তে যুগযুগান্তরীণ লোমহর্ষণ প্রলয় প্লাবন সহ্য করিয়া আসিতেছে এবং যদি এখনও সমাজস্থ লোক সাবধান হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে,—যদি এখনও পূর্ব্ববল অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমুৎসুক হইয়া ইহার জীর্ণ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়,—স্থান কাল পাত্র ভেদে সমাজের গতি অব্যাহত রাখে,—তাহা হইলে ইহা এখনও অনন্তকাল স্থায়ী হইবে—ইহার যশঃপ্রভায় পুনরায় দশদিক আলোকিত হইবে—পুনরায় ইহা সকলের মধ্যমণি হইয়া, অশ্রুত-পূর্ব্ব ও অলোকসাধারণ কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবে।

কিন্তু বৎস! কি আক্ষেপের বিষয়! সমাজের হিত কামনায় চিন্তিত ও দৃঢ়ব্রত পূর্ব্বতন সন্তানগণের ন্যায় মুখ্য ব্যক্তি আজি কালি নিতান্ত দুর্লভ। যদিও সমাজমধ্যে আজি কালি ধনী ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু সমাজের হিতার্থী মুখ্য ব্যক্তি এককালে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আজি কালি যাহারা ধনমানকুলশীলসম্পন্ন, তাহারা প্রায়ই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ; সুতরাং তাহারা, সমাজের কোথায় কি হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখে না। কেহ কেহ বা দুরন্ত অর্থলালসায় অন্ধ ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে ; তাহাদিগের এমন তিলার্দ্ধ সময় নাই যে, তাহারা মুহূর্ত্তের জন্যও সমাজের হিতব্রতে কালক্ষেপ করে। সুতরাং তাহারা সমাজের নিকট ক্রীড়াপুত্তলী বলিলেও

অপ্রাসঙ্গিক হয় না। কেহ কেহ আবার, এরূপ নিষ্করুণ ও দয়াহীন যে, সমাজের জন্য—পরের জন্য-- তাহাদের প্রাণ কাঁদেনা—সেই জন্য, পরের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, তাহারা নিজের প্রাণ বলি দিতে ইচ্ছা করে না। কেহ কেহ বা গালাগালির ভয়ে ও গৃহিণীর আজ্ঞায় সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কেহ কেহ আবার ভোগ বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য এরূপ উন্মত্ত যে, আপনাদিগের ভোগ্যবস্তু ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থের সাধন ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। সুতরাং সমাজের কাতর ক্রন্দন তাহাদের কর্ণে শকুনি গৃধিনীর রব বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। আবার, সমাজের হিত সাধনে যাহাদিগের যত্ন ও ইচ্ছা আছে, হয় ত তাহারা নির্ধন; সুতরাং তাহাদের ক্ষীণকণ্ঠের কাতর ক্রন্দন লক্ষপতির সমুন্নত কর্ণে স্থানলাভ করিতে পায় না। তাহারা সপ্তাহকাল দিবারাত্র ধরিয়া চীৎকার করিলেও, সমাজের বিন্দুমাত্র উপকার হয় না। এই জন্যই, আমার সেই নির্ধন সমাজ-হিতৈষী সন্তানগণ নীরব হইয়া বসিয়া আছে।

বৎস! আর এক কথা, কি আধুনিক, কি পূর্ব্বতন আমার সকল সন্তানই অত্যন্ত বণিজ্যপ্রিয়। সামান্য মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে, উহারা কখন কাহারও দাসত্বে ব্রতী হয় না। এই বাণিজ্যপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের স্বজাতিপ্রেমও অত্যন্ত প্রবল ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষ করিয়া ধনবানগণ স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন করিতে যেমন ভালবাসিত, দীন দুঃখী ব্যক্তিগণও তেমনই স্বজাতির অনুচর্য্যায় বিশেষ যত্নবান ছিল। সেই জন্য, আমার দীন দুঃখী সন্তান-

গণ কখনও ভিন্ন জাতির সেবা করে নাই—করিবারও প্রয়োজন হয় নাই! লক্ষপতি হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই যেন এক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কে কিরূপে দিনপাত করিয়া থাকে, আজি কালি কেহই তাহা দেখে না; কিন্তু আমার পূর্ব্বতন সন্তানগণ যেমন সংসারের দিকে দৃষ্টি রাখিত, তেমনই স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়গণের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও ব্যস্ত থাকিত। সমাজমধ্যে উহারা যদি কাহারও অবস্থা হীন দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কেহ না কেহ তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া লইত ও যাহাতে সুখে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহার উপায় করিয়া দিত। আজি আমার সহস্র সহস্র দীন সন্তান অন্নের জন্য লালায়িত!—বর্ত্তমান ধনকুবেরগণ মনে করিলে, তাহাদের মত সহস্রটীকে হয় ত পালন করিতে পারে, কিন্তু তাহা না করিয়া,—তাহাদের মুখের দিকে না তাকাইয়া—যেখানে তোষামোদ দেখিতে পায়, সেই স্থানেই গিয়া দণ্ডায়মান হয়,—সেই স্থানেই নিজ মুক্ত হস্তের দান অজস্র বর্ষণ করে। ইহাতেও আমার সমাজ দিন দিন দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ও সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দ পরের মুখাপেক্ষী হইয়া আমার মুখেই কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে!

হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! যাহাদিগের প্রকৃত বল, বুদ্ধি, সাহস, বিভব এবং যথোচিত মানসম্ভ্রম আছে, তাহারা ভ্রমেও একবার সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। তাই বৎস! সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, বৎসগণ যেন ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া—ধনলিপ্সা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া,—পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া—সমাজসংস্কারে যত্নবান্ হয়। কন্যার বিবাহান্তে

কন্যাকে স্বামী হস্তে প্রদান—অলঙ্কার রাশির হরণাভিলাষ—রমণীগণকে অসীম স্বাধীনতা প্রদান—কন্যাকলত্রাদি পরিজন পরিবৃত আবাসভবনে উপপত্নীকে আনয়ন—আপনাদিগের মধ্যেই উপপত্নীর আবাসস্থান নির্ব্বাচন—স্ত্রী লইয়া রাজপথে ভ্রমণ—অথবা উপপত্নীর বাটীতে সস্ত্রীক গমন—সুরা সেবন—পরস্ত্রী হরণ প্রভৃতি অতি পরুষ পাপাচার সকলের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়ব্রত হয়! স্বজাতি প্রেম, দেশানুরাগ. স্বার্থত্যাগ, পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন, স্বাবলম্বন ও একতা প্রভৃতি যে মহান্ গুণাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সমাজবিশেষ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া থাকে, বৎসগণ যেন সেই সকলের আশ্রয়তরু হইয়া আমার মুখোজ্জ্বল করে।

বৎস!. দুঃখের ভরা সাজাইয়া লইয়া, ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, নৈরাশ্যের অকূল সিন্ধুনীরে এ ভরা ডুবাইয়া দিব। কিন্তু বৎস! তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি! স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, তোমার ন্যায় দুই একটী সাধু সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই, আমার এই শোচনীয় দশার অবসান হইবে। যাহা হউক বৎস! আজি রজনী প্রভাতপ্রায়; এক্ষণে আমার প্রাতঃকৃত্যাদির সময় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং আজি আমি এই স্থানেই প্রসঙ্গের সমাপন করিলাম। যদি আবার তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাই, তাহা হইলে আর একদিন হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও সমাজের অবস্থা বিশদরূপে সমালোচন করিব।

সম্পূর্ণ।

সীবনকারিণী।

মহাত্মা রেণাল্ডস্ কৃত সুপ্রসিদ্ধ সীম্‌ষ্ট্রেস্ গ্রন্থের সমস্ত চিত্র সম্বলিত অন্যূন ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩।০ কিন্তু যাঁহারা আপাততঃ শুদ্ধ নাম ধাম পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা এই পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। ভিঃ পিতে ছয় আনা অধিক লাগিবে। সীবন-কারিণী সতীত্ব প্রতিমা ভারতললনার একমাত্র আদর্শ স্থানীয়া;—বিশেষতঃ যে সুনিপুণ দেবহস্তে ইহার অন্তর্গত বিলাত-রহস্য;—বিলাত গর্ত্তের পূতিগন্ধময় পাপ নরক;—অনাথিনী রমণীগণের উপর বিলাত সমাজের দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুরতা;—এবং সতীত্বের ঘোর লাঞ্ছনা অনুরঞ্জিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রতি পত্রেই গাত্র কণ্টকিত ও সকরুণ অশ্রুপাত হইবে।

প্রকাশক—শ্রীনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
১৫ নং মারহাট্টা ডিচ্ লেন, বাগবাজার—কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-প্রণীত পুস্তকাবলী—

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত ৸০। প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত ।৶০। ব্যাকরণ প্রবেশিকা (৩য় সংস্করণ) ৶১০। হানিমানের জীবনী ।৵০। সমগ্র ভারতেতিহাসের প্রশ্নোত্তর ॥০। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর ।০। ভূ-বিদ্যার প্রশ্নোত্তর ।০ বংশাবলী।০